

হুসাইন ইবনে মানছুর

আল-হাল্লাজ

কথা ও কাহিনী

[বরেণ্য ওলামায়ে কিরামের মতামতের আলোকে
মানছুরে হাল্লাজের জীবন বিশ্লেষণ]

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

প্রিন্টিং ও তাঁধাইঃ

মুসলিম প্রিন্টার্স

দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

প্রাপ্তিস্থানঃ

মুসলিম ফটোস্ট্যাট এন্ড কম্পিউটিং

রেলইয়ার্ড, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

যোগাযোগঃ

মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪১২১৪

Email: almunirabdullah@gmail.com

শুভেচ্ছা মূল্যঃ ৫০ টাকা মাত্র।

ভূমিকা

হিজরী তৃতীয় শতাব্দির পূর্বে হুছাইন ইবনে মানছুর নামে একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। সে হাল্লাজ নামে সুপরিচিত। সে দাবী করে “আনাল হক্ক” অর্থাৎ আমিই আল্লাহ। এছাড়া কুরআন ও ইসলামকে অবমাননা করে সে বিভিন্ন বিবৃতি দেয় যা তার কথা-বার্তা ও কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। এসব কারণে তার সময়কার সমস্ত ওলামায়ে দ্বীন একমত হয়ে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এ কাহিনী সকল মুসলিমদের নিকট সুপরিচিত। বিশেষত ভারত উপমহাদেশ তথা ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকাতে হাল্লাজের ব্যাপক প্রচার প্রসার রয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে যথা সামান্য পড়াশোনা করেন বা মাঠে ময়দানে ওয়াজ-নছীহত শোনে এমন কেউই তার ব্যাপারে অনবহিত নন। তিজ সত্য হলো, হাল্লাজের আবির্ভাব এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার পর থেকেই তার সম্পর্কে মুসলিমদের মাঝে ব্যাপক মতপার্থক্য চলে আসছে। তার সময়কার সকল ওলামায়ে কিরাম সে কাফির ও যিনদিক হওয়ার ব্যাপারে ইজমা করেছেন। তবে বর্তমান যুগের আলেম নামধারী ও আলেম হিসেবে সুপরিচিত বহু সংখ্যক লোক তার পক্ষাবলম্বন করে তর্ক বিতর্ক করে থাকেন। তাছাড়া তাসাউফ পন্থীদের একটি বিরাট অংশ সমস্ত কাজ ফেলে হাল্লাজ হাল্লাজ করে মাতোম করে বেড়ায়। এরা তাকে বড় মাপের ওলী বলে মনে করে। এমন কি হাল্লাজ সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করলে ঈমান নষ্ট হওয়া এবং দুনিয়া আখিরাতে অশেষ ক্ষতি সাধিত হওয়ার ভয় ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন।

কেউ কেউ বলতে পারেন, মানছুরে হাল্লাজ সম্পর্কে আমাদের সঠিক আকীদা কি হবে? ওলামায়ে কিরাম একমত হয়ে তাকে হত্যা বা কেনো করলেন? কিছু লোক তার ব্যাপারে দ্বিমতই বা কেনো করে?

প্রথম প্রশ্নটির উত্তর সহজ। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, (من بدل دينه فاقتلوه) “যে কেউ তার দ্বীন পরিবর্তন করে কাফির হয়ে যায় তাকে হত্যা করো” [বুখারী] শরীয়তের দলিল প্রমাণ ও উম্মতের ইজমার মাধ্যমে এটা প্রমানিত যে, কোনো মুসলিম ঈমান আনার পর কুফরী করলে সে মুরতাদ হিসাবে গণ্য হবে এবং তাকে হত্যা করা হবে। যদি কেউ সারা জীবন ভাল কাজ করে কিন্তু একটি মাত্র কুফরী

কাজ করে তার ক্ষেত্রেও বিধান একই। এ হিসাবে হাল্লাজ নিশ্চয় হত্যার যোগ্য। যেহেতু তার কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তায় প্রচুর পরিমান শিরক-কুফর প্রমানিত হয়েছে। সুতরাং ওলামায়ে কিরামের সিদ্ধান্ত ও মতামত শরীয়তের দলিল প্রমাণের আলোকে নির্ভুল এবং স্পষ্ট সত্য।

কিন্তু হাল্লাজের পক্ষে তাসাউফপন্থী পীর-ফকীররা এবং তাসাউফ প্রভাবিত পরবর্তী কিছু আলেমরা যা কিছু মতামত ব্যক্ত করেছেন সেগুলো নিতান্তই জটিল ও অস্পষ্ট। যেহেতু তাদের মতামত হাদীস-কুরআনের সাথে স্পষ্ট বৈপরিত্ব ও বৈশাদৃশ্য রাখে।

এই দুটি মতের মধ্যে কোনটি সঠিক সেটা আলোচনা করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই যেহেতু কোনো সন্দেহ নেই যে, এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের মতই সঠিক আর পীর-ফকীর ও তাদের পক্ষাবলম্বনকারী আলেমদের মত সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য এবং স্পষ্ট ভ্রান্ত।

তবে একটা কৌতুহল অনেকের মনে সৃষ্টি হতে পারে যে, এই সব সুফী-দরবেশরা এবং পরবর্তী যুগের কিছু আলেম-ওলামা কি কারণে হাল্লাজের পক্ষাবলম্বন করলেন? তাদের যুক্তি-প্রমাণই বা কি এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে সেসব যুক্তি-প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা কতদূর?

এসব ভ্রান্ত যুক্তি প্রমাণের ভয়াল থাবা হতে সাধারণ মুসলিমদের মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এগুলোর অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা আবশ্যিক।

আমি মনে করি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে আমাদের দুটি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে,

১। হাল্লাজ কুফরী আক্বীদা বিশ্বাস ও নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে নিশ্চয় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা অন্য মানুষকে আকৃষ্ট করতো ও ধোকায়ে ফেলতো। তাই তারা তাকে অনুসরণ করতো এবং তার পক্ষাবলম্বন করতো। এ বিষয়ে জানতে আমাদের হাল্লাজের জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। আমরা দেখবো ঐ সকল বৈশিষ্ট্যগুলি কি যেগুলোর কারণে সে কাফির হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তাকে পবিত্র আত্মা মনে করে থাকে। আমরা এটাও দেখবো যে কুফরী আক্বীদা-বিশ্বাসে বিশ্বাসী একজন কাফিরের মধ্যে ঐ সকল বৈশিষ্ট্য

থাকলেও শারঈ দৃষ্টিকোন থেকে তাকে ওলী বা পবিত্র পুরুষ হিসবে আখ্যায়িত করা যায় কিনা?

২। দ্বিতীয়ত আমাদের দেখতে হবে যারা হাঙ্লাজের পক্ষাবলম্বন করে তারা কোন আকীদার লোক। যদি তাদের আকীদা এমন হয় যে, ওলীরা রসুলুল্লাহর শরীয়ত মানতে বাধ্য নয় বরং তাদের জন্য ভিন্ন বিধান (মারেফত) রয়েছে ফলে শরীয়ত দিয়ে তাদের কার্যকলাপ বিচার করা যায় না তবে এই শ্রেণীর লোক কেবল হাঙ্লাজ নয় বরং স্বয়ং ইবলীসকে ওলী মনে করলেও আমরা অবাক হবো না। একইভাবে যদি শরীয়তের দলিল-প্রমাণ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ নির্বোধ ও মুর্থ লোকেরা হাঙ্লাজের পক্ষাবলম্বন করে তবে তারা কেনো হাঙ্লাজের পক্ষাবলম্বন করছে? তাদের যুক্তি কি? আমরা এমন অযৌক্তিক প্রশ্ন করবো না। যেহেতু অজ্ঞ লোকেদের পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য কোনো যুক্তি-প্রমাণ লাগেনা। তাই তাদের যুক্তি-প্রমাণ সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়াটাও এক প্রকার অজ্ঞতা। কিন্তু যদি দেখা যায় বড় মাপের মুহাদ্দিস বা মুফাস্সির, পীর-ফকীর ও নির্বোধ প্রকৃতির লোকদের কাতারে সামিল হয়ে হাঙ্লাজের পক্ষ নিয়ে দক্ষ সৈনিকের মতো তর্ক বিতর্ক করে বেড়াচ্ছেন তবে আমাদের সতর্ক হতে হবে। যেহেতু আলেমরা যখন কোনো ভ্রান্ত মতের পক্ষে কথা বলে তখন সেটার পক্ষে কুরআন-হাদীস থেকে দলিল প্রমাণ পেশ করা শুরু করে, ফলে ব্যাপক ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষকে ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস থেকে বাঁচানোর তাগিদে এই সকল যুক্তি প্রমাণকে খন্ডায়ন করা একান্ত জরুরী। পরবর্তীতে আমরা দেখবো এই সকল পন্ডিতবর্গ এমন কি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যাতে কুরআন-হাদীস ও পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের ইজমাকে উপেক্ষা করে মানছুরে হাঙ্লাজকে ওলী প্রমাণ করা সম্ভব হয় !!!

প্রথমেই আমরা হাঙ্লাজের জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো যাতে সকলের নিকট স্পষ্ট হয় যে, কিভাবে সে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতো। এবিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইবনে কাছীর তার বিদায়া ওয়ান নিহাইয়া তে, ইবনে হাযার আসক্কালানী লিসানুল মিয়ানে, ইমাম জাহাবী তা'রীখে ইসলাম, সিয়াকু আ'লামিন নুবালা, ইবারু ফি খবারি মান গবার ইত্যাদি গ্রন্থে, খতীবে বাগদাদী তা'রীখে বাগদাদে মানছুরে হাঙ্লাজ সম্পর্কে লম্বা আলোচনা করেছেন। আব্দুর-রহমান আল-

জাওয়ী হাঞ্জাজের বিষয়ে পৃথক একটি গল্প রচনা করেছেন। সেখানে তিনি তাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছেন। এই সব গ্রন্থের মধ্যে আমাদের দেশে ইবনে কাছীরের আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া সর্বাপেক্ষা পরিচিত ও সর্ব মহলে অবাধে গৃহীত একটি ইতিহাস গ্রন্থ। একারণে আমরা বিদায়া ওয়ান-নিহায়া হতে হাঞ্জাজের জীবনী সরাসরি অনুবাদ উল্লেখ করবো এবং মাঝে মাঝে টিকা সংযোজন করে অন্যান্য ওলামায়ে কিরামের মতামত উল্লেখ করবো যাতে পাঠক এ বিষয়ে সাম্যক অবগত হতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে ওলামায়ে দ্বীনের মতামতের আলোকে আমরা উপরোক্ত দুটি গ্রন্থের সদুত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

ইবনে কাছীর বলেন,

এরপর আসে ৩০৯ হিজরী। এ বছরেই হুসাইন ইবনে মানসুর আল-হাঞ্জাজকে হত্যা করা হয়। আমরা এখানে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো কোনোরূপ অতিরঞ্জন, অবিচার বা অপবাদের আশ্রয় না নিয়ে ন্যায় সঙ্গতভাবে সংক্ষেপে তার জীবনীর উল্লেখযোগ্য অংশ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

মানসুরে হাঞ্জাজের জীবনী

[সে যা বলেনি এমন কিছু তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হতে বা তার কথা ও কাজের মধ্যে অতিরঞ্জন করা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।]

শুরুতেই আমরা বলবো তার নাম হলো হুসাইন ইবনে মানসুর ইবনে মাহমা আল হাঞ্জাজ আবু মুগীছ, এও বলা হয় যে, আবু আব্দুল্লাহ্। তার দাদা ছিল মাজুসী (অগ্নীপূজক) তার (হাঞ্জাজের দাদার) নাম ছিল মাহমা সে পারস্যের বায়দা নামক এলাকার অধিবাসী ছিল।

মানসুরে হাঞ্জাজ ওয়াসিত নামক এলাকাতে বেড়ে উঠেছে। কেউ কেউ বলেন তাসাতুর নামক এলাকাতে। এর পর সে বাগদাদে প্রবেশ করে, কয়েকবার মক্কাতে যাতায়াত করে এবং মসজিদে হারামে শীত বা গরম যে কোনো সময় সার্বক্ষণিক অবস্থান করে। বেশ কিছু বছর সে এভাবে কাটায়। সে নিজের নাফসকে কষ্ট দিতো এবং নাফসের সাথে মুজাহাদা করতো। মসজিদে হারামের

ভিতর রোদ ছাড়া ছায়ায় কখনও বসতো না। সে (সারা বছর রোজা রাখতো) ^(১) ইফতারের সময় কয়েক টুকরো রুটি ছাড়া অন্য কিছুই আহার করতো না আর সামান্য পরিমাণ পানি পান করতো। এভাবে সে পূর্ণ একটি বছর কাটিয়ে দেয়। সে তীব্র গরমের সময় আবু কাবিস পাহাড়ের উপর একটি পাথরের উপর বসে থাকতো। ^(২)

(১) আল-কামিল

(২) ইবনে আছীর বর্ণনা করেন,

وكان شيخ الصوفية يومئذ بمكة عبدالله المغربي، فأخذ أصحابه ومشى إلى زيارة الحلاج، فلم يجده في الحجر، وقيل له: قد صعد إلى جبل أبي قبيس؛ فصعد إليه، فراه على صخرة حافياً، مكشوف الرأس، والعرق يجري منه إلى الأرض، فأخذ أصحابه وعاد ولم يكلمه، فقال: هذا يتصبر ويتقوى على قضاء الله، سوف يبتليه الله بما يعجز عنه صبره وقدرته؛ وعاد الحسين إلى بغداد.

মাক্কায় তখন সুফীদের শায়েখ আব্দুল্লাহ আল-মাগরিবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে একবার মানছুরে হাল্লাজের সাথে সাক্ষাত করার জন্য রওয়ানা হলেন। তিনি তাকে তার স্থানে পেলেন না তাকে বলা হলো সে আবু কবীস পাহাড়ে আসে। তিনি সেখানে আরোহন করে দেখলেন সে একটি পাথরের উপর (প্রচন্ড রোদে) খালি পায়ে খোলা মাথায় বসে আছে। তার শরীর হতে ঘাম ঝরে মাটিতে পড়ছে। তিনি হাল্লাজের সাথে কথা না বলে তার সাথীদের নিয়ে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, এই ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ধৈর্যের ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে শীঘ্রই আল্লাহ তাকে এমন পরীক্ষায় নিপতীত করবেন যা সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই। [আল-কামিল]

আজ-জাহাবী সিয়াহ আল্‌লামুন নুবালাতে উল্লেখ করেন, হাল্লাজকে এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে রোদে বসে থাকতে দেখে আবু আব্দুল্লাহ (উপরে উল্লেখিত ব্যক্তি) অন্য আরেক ব্যক্তিকে বলেন,

إن عشت ترى ما يلقي هذا، قد قعد بحمقه يتصبر مع الله

যদি তুমি বেঁচে থাকো তবে দেখবে এই লোক কি দুর্দশার মধ্যে পতিত হয়। সে এতটাই বোকা যে আল্লাহর সাথে ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করছে।

তিনি আরো বর্ণনা করেছেন হাল্লাজ যে জামা পরিধান করতো একবার সেটা জোরপূর্বক তার শরীর থেকে খুলে নিলে দেখা গেলো সেটার মধ্যে প্রচুর সংখ্যক উকুন রয়েছে। এভাবে সে কষ্ট মুজাহাদা করতো।

প্রকৃত পক্ষে এ ধরনের কাজ নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতা ছাড়া কিছু নয়। সহীহ বুখারীতে স্পষ্ট বর্ণনা আছে যে, রসুলুল্লাহ (সঃ) একজন ব্যক্তিকে রোদে দাড়িয়ে থাকতে দেখলে তাকে ধমক দিয়ে

সে তাসাউফপন্থী কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাক্ষাত পেয়েছে। যেমন জুনাইদ ইবনে মুহাম্মাদ, আমর ইবনে উছমান আল-মাক্বী, আবুল হুসাইন আন-নুরী। খতীবে বাগদাদী বলেন, তাসাউফপন্থীরা তার ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত, তাদের বেশিরভাগ মানসুরে হাল্লাজকে নিজের লোক হিসাবে মেনে নিতে এবং নিজেদের মধ্যে গণ্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।^(৩) তবে পূর্বযুগের সূফীদের মধ্যে আবুল আব্বাস ইবনে আতা আল-বাগদাদী, মুহাম্মাদ ইবনে খফীফ আশ-শীরাজী, ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আন-নাছরাবাজী আন-নায়সাবুরী তাকে গ্রহণ করেছে, তার কার্যাবলিকে সত্যায়ন করেছে এবং তার কথা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছে।^(৪) এমনকি ইবনে খফীফ বলেছে, হুসাইন ইবনে মানসুর একজন আল্লাহওয়াল

ছায়ায় যেতে বলেন। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাযার আসকালানী বলেন, এ থেকে বোঝা যায় ইসলামের দৃষ্টিতে যেটা ইবাদত নয় সে কাজের মাধ্যমে নাফসকে কষ্ট দিলে তা আল্লাহর নিকট ভাল আমল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। [ফাতহুল বারী]

(৩) তাদের মধ্যে জুনাইদ বাগদাদীও রয়েছেন। তিনি হাল্লাজের উদ্দেশ্যে বলেন (انه مدع) “সে ভান করে” [সিয়ার] আজ-জাহাবী বর্ণনা করেন, হাল্লাজ একবার জুনাইদ বাগদাদীর সামনে হঠাৎ চিৎকার করে বলে ওঠে “আনাল হাক্ব” [আমিই আল্লাহ] জুনাইদ বাগদাদী তাকে বলেন, না, “বরং তুমি শুলে চড়ার হক্কদার” তোমাকে শুলে চড়িয়ে কোন কাঠটি যে নষ্ট করা হবে! [সিয়ার]

(৪) আজ-জাহাবী বলেন,

وسائر مشايخ الصوفية ذموا الحلاج إلا ابن عطاء، ومحمد بن خفيف الشيرازي، وإبراهيم بن محمد النصرأبادي، فصححو حاله ودونوا كلامه

তাসাউফ পন্থী সমস্ত মাশায়েখগণ হাল্লাজকে তিরস্কার করেছেন কেবল ইবনে আতা, মুহাম্মাদ ইবনে খফীফ আশ-শীরাজী, ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আন-নাছরাবাজী ছাড়া। তারা তার কথা সত্যায়ন করেছে এবং লিপিবদ্ধ করেছে। [তা'রীখ]

আজ-জাহাবী আল-আসকালানী বলেন,

وكان يصحح حاله أبو العباس بن عطاء، ومحمد بن خفيف، وإبراهيم أبو القاسم النصرأبادي. وتبرأ منه سائر الصوفية والمشايخ والعلماء لما سترى من سوء سيرته ومروقه

হাল্লাজকে সঠিক হিসাবে মেনে নিয়েছে আবুল আব্বাস ইবনে আতা, মুহাম্মাদ ইবনে খফীফ, ইব্রাহীম আবুল কাছিম আন-নাছরাবাজী প্রমুখ (সূফীগণ)। এরা ছাড়া সকল সূফীরা ও মাশায়েখরা আর সমস্ত ওলামায়ে কিরাম তার সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছেন। যেহেতু তার কর্মকান্ড খুবই নিকৃষ্ট ছিল এবং সে একজন ধর্মদ্রোহী ছিল। [সিয়ার আল-আমিন নুবালা]

আলেম। আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী (এই ব্যক্তির নাম মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন) বলেন, আমি ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আন-নাছরাবাজীকে বলতে শুনেছি, কোনো একজন ব্যক্তি মানছুরে হাল্লাজ সম্পর্কে রুহ সম্পর্কে কোনো একটি কাহিনী বর্ণনা করার কারণে তাকে তিরস্কার করলে তিনি বললেন, যদি নবী ও সিদ্দীকীনদের পর কোনো তাওহীদপন্থী লোক থাকে তবে সে হাল্লাজ।

আবু আব্দুর রহমান বলেন আমি মানছুর ইবনে আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে শিবলী বলেছেন আমি ও হাল্লাজ একই জিনিস তবে পার্থক্য হলো সে প্রকাশ করে দিয়েছে আর আমি গোপন রেখেছি।

শিবলী থেকে আরো বর্ণনা আছে যে, হাল্লাজকে ক্রশবিদ্ধ অবস্থায় দেখে তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে বিশ্বের মানুষকে এ বিষয়ে অবহিত করতে নিষেধ করিনি?

খতীব বলেন, সুফীদের মধ্যে যারা তাকে অস্বীকার করেছেন তারা তার (আশ্চর্যজনক) কাজকর্মকে ভেক্সীবাজী ও জাদু এবং তার চিন্তা-দর্শনকে ধর্মদ্রোহীতা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আরো বলেন, এখনও পর্যন্ত তার এমন কিছু অনুসারী রয়েছে যারা তার ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করে থাকে।^(৫)

হাল্লাজ তার কথাবার্তায় মিষ্টভাষী ছিল।^(৬) তাসাউফের ব্যাপারে তার কিছু

^(৫) বর্তমানেও এমন কিছু লোক রয়েছে যারা হাল্লাজের পক্ষাবলম্বন করে তর্ক-বিতর্ক করে বেড়ায়। ইবনে হাযার আসকালানী বলেন,

ولا أرى يتعصب للحلاج إلا من قال بقوله الذي ذكر أنه عين الجمع فهذا هو قول أهل الوحدة المطلقة ولهذا ترى بن عربي صاحب القصوص يعظمه ويقع في الجنيد والله الموفق

আমি মনে করি হাল্লাজের পক্ষাবলম্বন কেবল সেই করতে পারে যে তার আকীদার সাথে একমত। তথা সব কিছু এক ও অভিন্ন হওয়ার দর্শন। এর অর্থ হলো সৃষ্টি ও স্রষ্টা একই জিনিস। একারণে তুমি দেখবে ফুসুসের লেখক ইবনে আরাবী হাল্লাজকে সম্মান করতো আর জুনাইদকে ছোট করতো। আল্লাহই হেদায়েত দাতা। [লিসানুল মিয়ান]

^(৬) কেবল কথা-বার্তা নয় তার ব্যবহারও ছিল সহৃদ। আজ-জাহাবী বর্ণনা করেন, (وكان حسن) “হাল্লাজের আচার-আচরণ উত্তম ছিল।” মোট কথা হাল্লাজ মিষ্টি কথা ও সুন্দর আচরণের

কবিতাও রয়েছে।

আমি (ইবনে কাছীর) বলবো, মানুষ হাঙ্গাজের নিহত হওয়ার পর হতে তার ব্যাপারে দ্বিমত করে আসছে। যদি অভিজ্ঞ ফুকাহায়ে কিরামের কথা বলা হয় তবে তাকে হত্যা করা, সে কাফির অবস্থায় নিহত হওয়া এবং সে একজন ভেঙ্কীবাজ, প্রতারোক ও জাদুকর হওয়ার ব্যাপারে বহু সংখ্যক আলেম ও ইমাম হতে ইজমা উল্লেখিত আছে। বেশিরভাগ তাসাউফপন্থীরা তার ব্যাপারে অনুরূপ মতই পোষণ করে থাকেন। তবে পূর্বেই বলেছি, তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা তার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে কথা বলে। তারা তার ভিতরের অবস্থা এবং তার ভ্রান্ত কথা-বার্তা সম্পর্কে অনবহিত থেকে কেবল তার বাহ্যিক অবস্থা দেখে প্রতারিত হয়েছে।^(৭) যেহেতু প্রথম দিকে তার মধ্যে পরহেজগারী ও উত্তম স্বভাব বিদ্যমান ছিল। তবে তার মধ্যে জ্ঞান ছিল না আর সে আল্লাহর ভয় ও সন্তুষ্টির উপর তার যাবতীয় কাজকর্মের ভিত্তি স্থাপন করে নি। একারণে সে যতটুকু সংশোধন করতো তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করতো। সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, আমাদের আলেমদের মধ্যে যারা ভ্রান্ত হবে তাদের সাথে ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য থাকবে একইভাবে আমাদের আবেদদের মধ্যে যারা ভ্রান্ত হবে

মাধ্যমে মানুষকে শিরক কুফরের বিষ পান করানোর চেষ্টা করতো। যারা দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথায় সহজে প্রতারিত হয়ে থাকে তারাই কেবল তার ফাদে পা দিতো।

^(৭) আজ-জাহাবী বলেন,

فقال ناس: ساحر فأصابوا. وقال ناس: به مس من الجن فما أبعدوا، لأن الذي كان يصدر منه لا يصدر من عاقل وقال ناس من الأعتام: بل هذا رجل عارف ولي الله صاحب كرامات، فليقل ما شاء فجهلوا من وجهين أحدهما أنه ولي والثاني أن الولي يقول ما شاء فلن يقول إلا الحق، وهذه بلية عظيمة ومرمضة مرمنة، أعيب الأطباء دواؤها

হাঙ্গাজের ব্যাপারে কিছু লোক বলেছে, সে জাদুকর। তারাই মূলত ঠিক বলেছে। অন্য কিছু লোক বলেছে সে জ্বিনে পাওয়া (পাগল)। এদের কথা একেবারে ভুল নয়। কেননা সে যেসব কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করতো তা কোনো বুদ্ধি সম্পন্ন লোক করতে পারে না। অন্য কিছু নির্বোধ লোক বলেছে বরং সে আল্লাহর ওলী। সে কারামত প্রদর্শনে সক্ষম। অতএব সে যা খুশি বলতে পারে। তারা দুটি কারণে অজ্ঞতার দোষে দুষ্ট। এক, তারা হাঙ্গাজের মতো লোককে ওলী মনে করেছে (অথচ সে ছিল কুচরিত্রের এবং কুফরী আক্বীদা বিশ্বাসে বিশ্বাসী) দুই, তারা মনে করেছে ওলী যা খুশি তাই করতে পারে। (অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে ভাল আমল ছাড়া ওলী হওয়া যায় না।)

তাদের সাথে খৃষ্টানদের সাদৃশ্য থাকবে। একারণে হাল্লাজের চিন্তা-দর্শনের মধ্যে আল্লাহর সাথে মিশে যাওয়া ও একিভূত হওয়ার দর্শন (ফানা ফিল্লাহ) অনুপ্রবেশ করেছে। ^(৮) ফলে সে বিপথগামী হয়েছে।

এমন বর্ণনা রয়েছে যে, তার উপর বিভিন্ন অবস্থা অতিবাহিত হয়েছে এবং সে বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করেছে। সে সর্বাবস্থায় মানুষের নিকট জাহির করতো যে, সে আল্লাহর পথের একজন দাঈ। এটা প্রমানিত হয়েছে যে, সে ভারতে গমন করেছিল এবং সেখানে জাদু শিক্ষা করেছিল। ^(৯) তার যুক্তি ছিল আমি এর মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকবো। ভারতের অধিবাসিরা তার নিকট লেখা তাদের পত্রসমূহতে তাকে আল-মুগীছ (ত্রাণ কর্তা) নামে অভিহিত করতো। অর্থাৎ তাদের (বিশ্বাস মতে) সে তাদের সাহায্যকারী পবিত্র পুরুষদের একজন। সারাকসানের লোকেরা তাকে আল-মুকীত (খাদ্য দানকারী) নামে অভিহিত করতো, ^(১০) খুরাসানের লোকেরা তাকে অভিহিত করতো আল-মুমায়িয (হক্ক

^(৮) খৃষ্টানরাও ঈসা (আঃ) এর মধ্যে আল্লাহর প্রকাশ হয়েছে বলে বিশ্বাস করতো। এদিক থেকে হাল্লাজের সাথে তাদের মিল রয়েছে।

^(৯) ইমাম আজ-জাহাবী বলেন,

ودخل عليه الداخل بن الكبر والرئاسة، فسافر إلى الهند وتعلم السحر، فحصل له به حال شيطاني، هرب منه الحال الإيمان، ثم بدت منه كفريات أباحت دمه، وكسرت صنمه، واشتبته على الناس السحر بالكرامات، فضل به خلق كثير

হাল্লাজের মধ্যে অহংকার ও নেতৃত্বপ্রীতি অনুপ্রবেশ করে ফলে সে ভারতে গমন করত জাদু শিক্ষা করে। এর মাধ্যমে তার মধ্যে শয়তানী ক্ষমতা সৃষ্টি হয় এবং তার থেকে ঈমানী নুর দূরে সরে যায়। এর পর সে বিভিন্ন কুফরী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে যা শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যুর কারণ হয় এভাবে তার ভিতরে অবস্থিত মূর্তি ধ্বংস হয়। তবে সাধারণ মানুষের নিকট জাদু আর কারামতের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয় ফলে বিপুল সংখ্যক লোক তার কারণে পথভ্রষ্ট হয়।

তিনি আরো বলেন,

كان يري الجاهل شيئاً من شعبذته، فإذا وثق به دعاه إلى أنه إله

একজন মুর্থ ব্যক্তি যখন তার ভেক্কাবাজী দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেতো তখনই সে তার সামনে নিজেকে রব দাবী করে বসতো। [তা'রীখ]

^(১০) আজ-জাহাবী বলেন,

বাতিলের মাঝে পার্থক্য কারী) নামে আর পারস্য বাসীর নিকট তার উপাধী ছিল, আবু আব্দুল্লাহ আয-যাহিদ অর্থাৎ দুনিয়া ত্যাগী দরবেশ। খুজিস্তানের অধিবাসীরা তাকে বলতো, দুনিয়া ত্যাগী দরবেশ, গোপন রহস্যের উন্মোচনকারী। যখন সে বাগদাদে ছিল তখন বাগদাদের কেউ কেউ তাকে আল-মস্তালিম (উৎপাটনকারী) নামে অভিহিত করতো। বসরাবাসীরা তাকে বলতো আল-মুহায়ির (রহস্যময়)। এমন বলা হয়ে থাকে যে, তার নাম হাল্লাজ রেখেছে আহওয়ায এলাকার অধিবাসীরা এর কারণ সে তাদের অন্তরের খবর প্রকাশ করে দিতো। ^(১১) কেউ কেউ বলেন তার নাম হাল্লাজ হওয়ার কারণ একবার সে এক তুলা বাছায়কারীকে বলে, আমার একটি প্রয়োজনে অমুক স্থানে যাও। সে বলে আমি তো তুলা বাছায় করতে ব্যস্ত রয়েছি। সে বলে তুমি যাও আমি তোমার জন্য তুলা বাছায় করবো। পরে উক্ত ব্যক্তি দ্রুত ফিরে এসে দেখে তার খাযানাতে যতো তুলা ছিল হাল্লাজ সবই বীজ থেকে আলাদা করে ফেলেছে। এমন বলা হয় যে, সে লাঠি দ্বারা ইশারা করলে সকল তুলা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বীজ হতে আলাদা হয়ে যায়। এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন আছে আর যদি সত্যিই এটা ঘটে থাকে তবে শয়তানরা তাদের বন্ধুদের সহযোগিতা করে থাকে যাতে তারা তাদের পক্ষে কাজ করে। ^(১২) কেউ কেউ বলেন তার নাম হাল্লাজ হওয়ার কারণ তার বাবার পেশা ছিল বীজ

وقد جال هذا الرجل بخراسان وما وراء النهر والهند، وزرع في كل ناحية زندقة، فكانوا يكتوبونه من الهند بالمغيث، ومن بلاد الترك بالمقيت، لبعد الديار عن الإيمان

এই ব্যক্তি (হাল্লাজ) খুরাসান, নদীর ঐ প্রান্তের দেশ সমূহ, ভারত ইত্যাদি এলাকাতে ভ্রমণ করেছে এবং সকল স্থানে সে ধর্মদ্রোহীতা (শিরক কুফর) চাষ করেছে। ভারত থেকে তাকে আল-মুগীছ (ত্রাণ কর্তা) উপাধী দেওয়া হয় আর তুর্কিস্থানের লোকেরা তাকে ডাকতো আল-মক্কীত (খাদ্য দাতা) বলে। আসলে এসব অঞ্চলের লোকেরা ঈমানের আলো থেকে বহু দূরে ছিল বিধায় এমনটি করেছে।

^(১১) আরবী হিলজ (حليج) অর্থ নির্গত করা বা বাছায় করা। অন্তরের গোপন খবর বাইরে নির্গত করা তথা প্রকাশ করে দেওয়ার কারণে তাকে হাল্লাজ বলা হয়েছে। তুলা হতে বীজ যে বাছায় করে তাকেও হাল্লাজ বলা হয় যেহেতু সে তুলা থেকে বীজ বের করে আনে।

^(১২) অভিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম এমনটিই বলে থাকেন। কোনো ব্যক্তির আমল-আক্বীদা খারাপ হলে তার মাধ্যমে যতই কারামতী প্রকাশ পাক তাকে ওলী হিসাবে গণ্য করা হবে না। এ বিষয়ে সমস্ত ওলামায়ে দ্বীন একমত। বরং ধরে নিতে হবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান তাকে সহযোগিতা করছে। কারো হতে আশ্চর্য কিছু ঘটলেই যে সে আল্লাহর ওলী হবে এটা কখনও

হতে তুলা বাছায় করা।

হাল্লাজ যে প্রথম থেকেই আল্লাহর সাথে মিশে যাওয়া বা একীভূত হওয়ার দর্শনে বিশ্বাসী ছিল তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো এ বিষয়ে তার কবিতাসমূহ। যেমন সে বলেছে,

جبلت روحك في روعي كما * يجبل العنبر بالمسك الفنق

فإذا مسك شئ مسني * وإذا أنت أنا لا نفترق

আমার আত্মার সাথে আপনার আত্মা মিশে গেছে

যেভাবে মিসকের সাথে আত্মার মিশে যায়

যদি আপনাকে কিছু স্পর্শ করে তবে আমাকেও স্পর্শ করে

আর আমরা কখনও একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

সে আরো বলেছে,

مزجت روحك في روعي كما * تمزج الخمرة بالماء الزلال

فإذا مسك شئ مسني * فإذا أنت أنا في كل حال

আমার রংহ আপনার রংহের সাথে মিশে গেছে

যেভাবে আটার সাথে পানি মিশে যায়

যদি আপনাকে কিছু স্পর্শ করে তবে আমাকে স্পর্শ করে

ফলে আপনিই আসলে আমি সকল সময়।

সে আরো বলেছে,

সঠিক হতে পারে না যেহেতু জাদু-মন্ত্র এবং কুফরী কালামের মাধ্যমেও অনেক সময় আশ্চর্য কিছু প্রদর্শন করা সম্ভব। যেভাবে বর্তমানে হিন্দু বা খৃষ্টান জাদুকরদের বিভিন্ন অলৌকিক কাজ-কর্ম করতে দেখা যায়। সহীহ হাদীসে দাজ্জালের হাতে এমন বহু সংখ্যক ঘটনা ঘটবে বলে উল্লেখ আছে। একজন ইয়াহুদী স্বয়ং রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর উপর জাদু করলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সকল দলিল প্রমাণের আলোকে স্পষ্ট জেনে নিতে হবে যে, অলৌকিক কিছু প্রদর্শন করলেই কোনো ব্যক্তি ওলী হিসেবে গণ্য হবেন না যদি না তার আমল আখলাক শরীয়ত সম্মত হয়।

قد تحققتك في سر * ي فخطبك لسانى

فاجتمعنا لمعان * وافترقنا لمعان

إن يكن غيبك التعظى * م عن لحظ العيان

فلقد صيرك الوج * د من الاحشاء دان

আমি গোপনে আপনাকে পেয়েছি

পরে নিজে মুখে আপনার সাথে কথা বলেছি।

কিছু বিষয়ে আমরা এক ও অভিন্ন আর কিছু বিষয়ে বিচ্ছিন্ন।

যদি মর্যাদার কারণে আপনি থাকেন চোখের আড়ালে

তবে আমার শিরা উপশিরায় উপস্থিত থাকার কারণে আপনি নিকটবর্তী

ইবনে আতাকে হাল্লাজের এই কথা শোনানো হলো:

أريدك لا أريدك للثواب * ولكني اريدك للعقاب

وكل مأربي قد نلت منها * سوى ملذوذ وجدي بالعذاب

আমি আপনাকে চাই তবে পুরস্কার পাওয়ার জন্য নয় বরং শাস্তি পাওয়ার জন্য

আমার সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয়েছে কেবল আযাবের স্বাদ কেমন তা জানা হয়নি।

এটা শুনে ইবনে আতা বলল, আল্লাহকে পাওয়ার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং উতাল্লা হওয়ার কারণে যে অন্তরজালা সৃষ্টি হয় সেটিই এখানে উদ্দেশ্য। এরপর যখন অন্তর পরিশুদ্ধ হয় এবং কামেল হয়ে যায় তখন তা এমন একটি সুমিষ্ট ঝরনার নিকট পৌঁছায় যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বদা পানির স্রোতধারা প্রবাহিত হতে

থাকে। (১৩)

আবু আব্দুল্লাহ ইবনে খফীফকে হাল্লাজের এই কথা শোনানো হলো,

سبحان من أظهر ناسوته * سرسنا لا هوته الثاقب
ثم بدا في خلقه ظاهرا * في صورة الأكل والشارب
حتى قد عاينه خلقه * كلحظة الحاجب بالحالج

তিনি পবিত্র যিনি তার ঐশী শক্তির জোতির্ময়

আলোক রশ্মির গোপন রহস্য হিসাবে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন

এরপর নিজের সৃষ্টির মধ্যে তাদের রূপ গ্রহণ করে

প্রকাশিত হয়েছেন যারা পানাহার করে থাকে।

ফলে তার সৃষ্টি তাকে স্বচক্ষে দর্শন করেছে

যেভাবে চোখে চোখ রেখে কোনো কিছু দর্শন করা হয়।

এটা শুনে ইবনে খফীফ বললেন: এটা কার কবিতা? তার উপর আল্লাহর অভিসাপ। তাকে বলা হলো এটা হাল্লাজের কবিতা তিনি বললেন, এমনও হতে পারে যে এটা আসলে তার নামে চালানো হয়েছে। (১৪)

(১৩) ইবনে আতা হাল্লাজের পক্ষাবলম্বন করতো। এখানে সে হাল্লাজের কবিতাটির আজগুবি ব্যাখ্যা শুনিযে হাল্লাজকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। আজ পর্যন্ত হাল্লাজের পক্ষের সুফী পন্থীরা এমনটাই করে থাকে।

(১৪) ইবনে খফীফ ঐ সকল সুফীদের মধ্যে একজন যারা হাল্লাজের পক্ষাবলম্বন করেছিল। এখানে দেখা যাচ্ছে হাল্লাজের নাম উল্লেখ না করে একটি কবিতা তাকে শোনানো হলে সে অভিসাপ দিয়ে বলে এটা কার কবিতা? পরে যখন বলা হলো এটা হাল্লাজের কবিতা তৎক্ষণাৎ বিষয়টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য সে বলল, হতে পারে তার নামে চালানো হয়েছে। হাল্লাজপন্থী আলেম-ওলামারা এমনটিই করে থাকে যদি কিছু কুফরী কথা উল্লেখ করে বলা হয় কেউ এমন কথা বললে তার বিধান কি হবে? তারা সাথে সাথেই বলে উঠবে সে কাফির হবে। তারপর যখনই বলা

أوشكت تسأل عني كيف كنت * وما لأقيت بعدك من هم وحزن
لا كنت إن كنت أدري كيف كنت * ولا لا كنت أدري كيف لم أكن
তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে চেয়েছিলে আমি কেমন ছিলাম
অথচ আমি তোমার পর কোনো দুঃখ বা চিন্তাতে পতিত হয়নি
আমি ছিলামই না যেহেতু আমি জানতামই না যে আমি কেমন ছিলাম
আর আমি এটাও জানি না যে কিভাবে আমি ছিলাম না।

ইবনে খলকান বলেন, কেউ কেউ বলেছে এই কবিতাটি হাল্লাজের নয় বরং
সামনুনের।

হাল্লাজের আরেকটি কবিতা হলো:

متى سهرت عيني لغيرك أو بكت * فلا اعطيت ما أملت وتمنت
وإن أضمرت نفسي سواك فلا زكت * رياض المنى من وجنتيك وجنت

যদি আমার চোখ আপনি ছাড়া কারো জন্য রাত্রি জাগে বা কাদে
তবে সে জেনো তার কাজিত লক্ষ্যে না পৌঁছায়।
যদি আমার অন্তর আপনি ছাড়া আর কারো স্মরণ করে
তবে যেনো আপনার বাগানে সে বিচরণ করতে না পারে
এবং সেই বাগান থেকে কোনো ফল আহরন করতে না পারে।

হবে হাল্লাজ এমন কথা বলেছে সাথে সাথে তারা কথাটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা শুরু করে দেবে। যেনো
আল্লাহ তাদের মায়ের পেট থেকে দুনিয়ার বুকে বের করেছেন কেবল হাল্লাজের মতো কাফির-
যিনদিকদের পক্ষে তর্ক-বিতর্ক করার জন্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে সুপথ প্রদর্শন করুন।

তার আরেকটি কবিতা হলো-

دنيا تغالطني كأن * ني لست أعرف حالها
حظر المليك حرامها * وأن احتميت حلالها
فوجدتها محتاجة * فوهبت لذتها لها

দুনিয়া আমাকে প্রতারিত করার চেষ্টা করে যেনো আমি তাকে চিনি।

আমার প্রভু তো হারামগুলো নিষেধ করেছেন আর আমি হালালও বর্জন করেছি

কেননা আমি দেখেছি দুনিয়া সেগুলোর মুখাপেক্ষী

তাই তার স্বাদ আহলাদ তার উদ্দেশ্যেই ছেড়ে দিয়েছি।

হাল্লাজ বিভিন্ন রকমের বেশভূষা ধারণ করতো। কখনও সে সুফীদের পোশাক পরিধান করতো। কখনও বা খুবই নিম্ন মানের পোশাক ব্যবহার করতো। আবার কখনও সেনাবাহিনীর লোকদের মতো পোশাক পরিধান করতো এবং রাজা বাদশা ও ধনি ব্যক্তিদের সন্তান ও সেনা সদস্যদের সাথে উঠা-বসা করতো।

একবার হাল্লাজের কোনো একজন অনুসারী তাকে নিম্ন মানের পোশাক পরিধান করে হাতে একটি লাঠি ও একটি পানির পাত্র নিয়ে ভ্রমণরত অবস্থায় দেখে বলল, এটা কি অবস্থা হে হাল্লাজ? হাল্লাজ বলল,

لئن أمسيت في ثوبي عديم * لقد بلّيا على حر كريم
فلا يغرك أن أبصرت حالا * مغيرة عن الحال القديم
فلي نفس ستتلف أو سترقى * لعمرك بي إلى أمر جسيم

যদি একটি নিম্ন মানের কাপড় সন্মানিত ব্যক্তির পরনে থাকে

তবে আমার পূর্বের অবস্থার বাহ্যিক পরিবর্তনের কারণে ধোঁকায় পড়ো না

নিশ্চিত যেনো আমার অন্তর আমাকে মর্যাদার স্থানে পৌঁছে দেবে।

হাল্লাজের উত্তম কথা ^(১৫) সমূহের মধ্যে একটি হলো একজন ব্যক্তি তার নিকট

(১৫) আল-জাহাবী আব্দুর রহমান আল-জাওজী থেকে বর্ণনা করেন, (وقال: قد كان هذا الرجل ينكلم ,)
(বিক্রাম الصوفية فتندر له كلمات حسان، ثم يخطئها بأشياء لا تجوز “হাল্লাজ তাসাউফের ভাষায় কথা

উপদেশ প্রার্থনা করলে সে বলল, তুমি নিজের অন্তরকে ভাল কাজে ব্যস্ত রাখো তা না হলে সে তোমাকে খারাপ কাজে ব্যস্ত রাখবে।

অন্য একজন ব্যক্তি তাকে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। সে বলল,
সর্বদা সত্যের বিধান অনুসরণ করো।

খতীব সনদসহ বর্ণনা করেন হাল্লাজ বলেছে:

পূর্বাপর সকল মানুষের জ্ঞানের মূল উৎস হলো চারটি, বেশিরভাগ লোকের ভালবাসা, অল্প লোকের ঘৃণা, কুরআন অনুসরণ করে চলা, ভ্রান্ত পথ হতে দূরে থাকা।

আমি (ইবনে কাছির) বলব, হাল্লাজ শেষের দুটি স্থানে দৃঢ়তা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছে যেহেতু সে কুরআনকে অনুসরণ করেনি বরং তা থেকে দূরে সরে বিদয়াত, বক্রতা ও পথভ্রষ্টতার পথ অবলম্বন করেছে। আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী আমার ইবনে উছমান আল-মাক্কী থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি হাল্লাজের সাথে মক্কার কোনো একটি রাস্তায় হাটছিলাম। আমি কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম। সে আমার কুরআন তেলাওয়াত শুনে বলল, আমি এধরণের কথা রচনা করতে পারি। এটা শুনে আমি তাকে পরিত্যাগ করলাম।

খতীব বলেন, মাসউদ ইবনে নাসির আমাকে বলেছে ইবনে বাকু সীরাজী তাকে বলেছে তিনি আবু যুরয়াকে বলতে শুনেছেন হাল্লাজের ব্যাপারে মানুষ দু-ভাগে বিভক্ত কেউ তাকে গ্রহণ করেছে কেউ বর্জন করেছে তবে আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহুইয়া আর-রাজী কে বলতে শুনেছি আমি আমার ইবনে উসমান কে হাল্লাজের উপর অভিসাপ দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন যদি আমি তাকে হাতে পেতাম তবে তাকে নিজ হাতে হত্যা করতাম।

আমি বললাম, শায়েখ তার মধ্যে কি ক্রটি পেয়েছেন? তিনি বললেন, তিনি কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন সেটা শুনে হাল্লাজ বলেছিল আমি

বলতো ফলে কদাচিৎ তার মুখ দিয়ে ভাল কথা বের হয়ে পড়তো তবে শেষ পর্যন্ত সে তার সাথে এমন বেফাস কথা মিশিয়ে ফেলতো যা সম্পূর্ণ অবৈধ। [ত'রীখ]

এধরনের কথা রচনা করতে পারি বা আমিও এধরনের কথা বলতে পারি।

আবু যুরআ বলেন আমি শুনেছি আবু ইয়া'কুব বলেছে আমি হাল্লাজের সততা ও পরহেজগারী দেখে তার সাথে আমার মেয়েকে বিবাহ দিই পরে আমার নিকট স্পষ্ট প্রমানিত হয় যে, সে একজন ধোকাবাজ জাদুকর এবং ঘৃণিত কাফির।

আমি (ইবনে কাছির) বলছি, এই বিবাহটি মক্কাতে সংঘটিত হয়েছিল। আর এই মেয়েটি হলো উম্মে হুসাইন বিনতে আবু ইয়া'কুব। তার গর্ভে হাল্লাজের পুত্র আহমদের জন্ম হয়। সে তার বাবার জীবন চরিত্র বর্ণনা করেছে। খতীব তা বর্ণনা করেছেন।

আবুল কাসেম আল-কুশাইরী তার গ্রন্থে বুযুর্গদের অন্তর হেফাজত করা অধ্যায়ে লেখেন আমার ইবনে উছমান মক্কায় অবস্থানকালীন একবার হাল্লাজের নিকট গমন করে দেখলেন সে একটি কাগজে কিছু লিখছে তিনি বললেন, এটা কি? সে বলল, আমি কুরআনের সাথে প্রতিযোগীতা করার জন্য এটা লিখছি।

আমর ইবনে উছমান এটা শুনে তার উপর বদ দোয়া করলেন ফলে সে সফলতা লাভ করতে পারে নি। এবং আবু ইয়াকুবকে হাল্লাজের সাথে মেয়ে বিবাহ দেওয়ার কারণে তিরস্কার করলেন।

আমর ইবনে উছমান বিভিন্ন এলাকাতে বহু সংখ্যক চিঠি প্রেরণ করেছেন যাতে হাল্লাজকে অভিসাপ দিয়েছেন এবং মানুষকে তার থেকে সতর্ক করেছেন এ কারণে হাল্লাজ মাথা গোজার ঠায় হারিয়ে ফেলে এবং এখানে সেখানে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে থাকে। সে মানুষকে এমন ধারণা দিতে থাকে যে আমি আল্লাহর পথের একজন দাঈ। এ বিষয়ে সে বিভিন্ন ধরনের কৌশলের আশ্রয় নিতো। সে এভাবেই চলতে থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ তার উপর নিজের পক্ষ থেকে ভয়ানক শাস্তি প্রেরণ করেন যা থেকে পাপী সম্প্রদায় কখনও নিস্তার পায় না। ফলে তাকে শরীয়তের তরবারী দ্বারা হত্যা করা হয় যে তরবারী একজন ধর্মদ্রোহী ছাড়া কারো গর্দানে আঘাত করে না। আল্লাহ কোনো নেককার লোকের উপর এমন শাস্তি চাপিয়ে দিতে পারেন না।

কিভাবে তাকে নেককার বলা যেতে পারে অথচ সে মহামান্বিত কুরআনের উপর আক্রমণ করেছে! যেখানে জিব্রাঈল কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল সেই সম্মানিত

মক্কা শহরে কুরআনের সাথে প্রতিযোগিতাতে লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

[ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم] [الحج: ২৫]

যে কেউ মক্কা শহরে কোনোরূপ পাপাচারে লিপ্ত হয় তাকে আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো। [হাজ্জ:২৫]

এর চেয়ে কঠিন পাপাচার আর কি হতে পারে! হাঙ্গাজ কুরাইশ কাফিরদের মতোই কাজ করেছে।^(১৬) যেহেতু তারা কুরআনকে অগ্রাঘ্য করতো। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

[وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الاولين] [الانفال: ৩১]

যখন তাদের সম্মুখে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় তারা বলে, আমরা শুনেছি। আমরা চাইলে অনুরূপ কথা বলতে পারি। এটা তো পূর্ব যুগের গল্প কথা মাত্র। [আনয়াম:৩১]

أشياء من حيل الحلاج

(১৬) ইবনে কাছির (র:) এখানে হাঙ্গাজকে কুরাইশ কাফিরদের সাথে তুলনা করেছেন। ওলামায়ে কিরামদের নিকট হাঙ্গাজের বিষয়টি এমনই। আল-বাকাসি তার তাফসীরে বলেন,

وأنا لا أشك أن الحلاج وابن عربي وابن الفارض ، وأتباعهم يكونون في النار تحتهم وتحت آلهم يشربون عصارته

আমার নিকট কোনো সন্দেহ নেই যে, হাঙ্গাজ, ইবনে আরাবী, ইবনে ফারিদ এবং তাদের অনুসারীরা জাহান্নামে ফিরআউন ও তার বংশধরদের নিচের স্তরে থাকবে। তাদের (ফিরআউন ও তার বংশধরদের) গা হতে নির্গত রক্ত পুজ তারা (হাঙ্গাজ, ইবনে আরাবী প্রমুখ) পান করবে। [নাজমুদ্দুরার]

হাল্লাজের প্রতারণা সমূহ ^(১৭)

খতীবে বাগদাদী বর্ণনা করেন, হাল্লাজ নিজের একজন একনিষ্ঠ অনুসারীকে পাহাড়ী এলাকাসমূহের মধ্য হতে এক এলাকাতে প্রেরণ করে। সে তাকে আদেশ করে সেখানে গমন করে ইবাদত, ন্যায় নিষ্ঠতা ও দুনিয়ার প্রতি নির্মহতা প্রকাশ করতে। এর পর যখন এলাকার লোকেরা তার ইবাদত ও পরহেজগারী দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তাকে সৎ লোক মনে করে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করবে তখন সে অন্ধ হয়ে যাওয়ার ছলনা করবে। এমনকি শেষ পর্যন্ত সে বিছানাগত হয়ে পড়ে থাকবে। এরপর যখন এলাকাবাসী তার চিকিৎসার জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করবে সে তাদের বলবে হে শুভাকাজীগণ তোমাদের এসব চিকিৎসায় আমার উপকার হবে না। কিছুদিন পর সে তাদের উদ্দেশ্যে দাবী করবে যে আমি স্বপ্নে রসুলুল্লাহ (সঃ) কে দেখেছি তিনি আমাকে বলেছেন এ জামানার কুতুবের হাতেই তোমার আরোগ্য হবে। অমুক মাসের অমুক দিন তিনি তোমার নিকট আসবেন তার বৈশিষ্ট্য হবে এমন এমন। হাল্লাজ তাকে বলে দিল আমি নির্দিষ্ট দিন পৌছে যাবো।

পরে ঐ ব্যক্তি ঐ অঞ্চলে গমন করে ইবাদত, কুরআন তেলাওয়াত ও বিভিন্ন নেক কাজকর্ম প্রদর্শন করতে শুরু করে। এভাবে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর তারা তার প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠে এবং তাকে ভালবাসতে শুরু করে। এসময় সে হঠাৎ অন্ধ হয়ে যাওয়ার ভান করে। এভাবে কিছু কাল কেটে যায় পরে সে বিছানাগত হয়ে যাওয়ার ভাব দেখায়। তারা তখন তাদের সাধ্যমত যে কোনো উপায়ে তার চিকিৎসার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না। সে তাদের বলে তোমরা আমাকে নিয়ে যা কিছু করছো তাতে আমার কোনো উপকার হবে না। আমি স্বপ্নে রসুলুল্লাহ (সঃ) কে দেখেছি তিনি আমাকে বলেছেন

(১৭) হাল্লাজ যেসব আশ্চর্য কর্মকান্ড প্রদর্শন করতো তার একটি বিরাট অংশ সে করতো ভেক্তীবাজির মাধ্যমে মানুষকে বোকা বানিয়ে। আর কিছু সে জাদু মন্ত্রের মাধ্যমে করতো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সে ভারতে গমন করত জাদু শিক্ষা করেছিল। এ ছাড়া সে রসায়ন শাস্ত্রের কিছু বিদ্যা আয়ত্ত্ব করেছিল। আজ-জাহাবী বলেন, (وكان يعرف في الكيمياء) “হাল্লাজ রসায়ন শাস্ত্র সম্পর্কে জানতো।” [সিয়ার] কিছু কর্মকান্ড শয়তানের সহযোগিতায় সম্পাদন করতো।

তোমার আরোগ্য একজন কুতুবের হাতে। যে অমুক মাসের অমুক দিন তোমার নিকট হাজির হবে।

উক্ত এলাকাবাসী প্রথম দিকে (অন্ধ হয়ে গেলে) তাকে টেনে টেনে মসজিদে নিয়ে যেতো। পরে (সে শয্যাশায়ী হয়ে গেলে) তাকে ঘাড়ে করে মসজিদে নিয়ে যেতো। তারা তাকে ভীষণ সম্মান করতো।

সে ঐ এলাকাবাসীর নিকট যে সময় উল্লেখ করেছিল আর পূর্ব থেকেই হাঞ্জাজের সাথে যে সময় ঠিক করা ছিল সে সময়েই হাঞ্জাজ হাজির হয়ে গেল। সে গোপনে উক্ত এলাকাতে প্রবেশ করল। তার গায়ে ছিল সাদা পশমের পোশাক। সে মসজিদে প্রবেশ করে একটি থামের পাশে বসে ইবাদতে লিপ্ত হলো। সে কারো দিকে দৃষ্টিপাত করছিল না। উক্ত রুগ্ন ব্যক্তি (স্বপ্নের মাধ্যমে) যেসব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছিল সেগুলোর মাধ্যমে মানুষ তাকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয় ফলে তারা তাড়াহুড়া করে তার নিকট গমন করে,তাকে সালাম দেয় তার শরীরে স্পর্শ করে বরকত গ্রহণ করতে শুরু করে। এরপর তারা উক্ত রুগ্ন ব্যক্তির নিকট এসে তাকে তার আগমনবার্তা শোনায। সে বলে তার বৈশিষ্ট্য কি আমাকে বর্ণনা করো। তারা তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করলে সে বলে ইনিই সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সঃ) আমাকে জানিয়েছেন যে তার তাতে আমার আরোগ্য। আমাকে তার নিকট নিয়ে চলো।

তারা তাকে তার নিকট নিয়ে গেলো এবং তাকে তার সামনে রাখলো। সে তার সাথে কথা বললো এবং তাকে চিনতে পারলো আর বলল, হে আবু আব্দুল্লাহ্ আমি রসুলুল্লাহ (সঃ) কে স্বপ্নে দেখেছি এভাবে সে তার কাহিনী বর্ণনা করল। তখন হাঞ্জাজ তার দু হাত উত্তোলন করলো এবং তার জন্য দোয়া করলো, তার দু হাতে ফু দিয়ে লাল মিশিয়ে নিয়ে তার দু চোখে হাত বুলিয়ে দিলে সে তার চোখ খুলল। মনে হচ্ছিল যেন সেখানে কোনো রোগই নেই। তখন সে দৃষ্টি ফিরে পেল। এরপর হাঞ্জাজ নিজের মুখের লাল নিয়ে তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিল ফলে সে তৎক্ষণাত হাটতে শুরু করল। যেন তার কিছুই হয়নি। বহু সংখ্যক লোক এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিল। উক্ত এলাকার নেতা নেত্রীবর্গ এবং তাদের মধ্যকার গন্য-মান্য ব্যক্তিরাও সেখানে হাজির ছিল। এ ঘটনা অবলকন করে মানুষ তাকবীর দিয়ে আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা করছিল। হাঞ্জাজ ধোকাবাজীর মাধ্যমে যেসব ঘটনা ঘটাল সে

কারণে তারা হাল্লাজকে অনেক বেশি মর্যাদা দিল।

হাল্লাজ তাদের নিকট সম্মান ও মর্যাদার সাথে বেশ কিছু দিন অবস্থান করল। ঐ এলাকাবাসী কামনা করতো হাল্লাজ যেনো তাদের সম্পদ থেকে যতটুকু খুশি গ্রহণ করে।

এরপর যখন সে সেখান থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলো তারা তার উদ্দেশ্যে প্রচুর পরিমান সম্পদ একত্রিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে হাল্লাজ তাদের বলল, আমার তো দুনিয়ার সম্পদের কোন প্রয়োজন নেই আমি যে মর্যাদার অধিকারী হয়েছি কেবল দুনিয়া পরিত্যাগ করার কারণেই তা সম্ভব হয়েছে তবে তোমাদের এই সঙ্গীটির কিছু ভাই ও সাথী রয়েছে যারা তুরতুস এলাকাতে জিহাদে লিপ্ত হয়েছে, তারা হজ্জ করে থাকে এবং সদাকা করে থাকে ফলে তাদের সম্পদের প্রয়োজন যা তাদের এসব কাজের সহায়ক হবে। তখন রোগের ভান কারী ঐ ব্যক্তি বলল, শায়েখ ঠিকই বলেছেন আল্লাহ আমার দৃষ্টি শক্তি ফেরত দিয়েছেন এবং অনুগ্রহ করে আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। আমি আমার বাকিটা জীবন আমার পরিচিত অন্যান্য নেককার মুমিন ভাইদের সাথে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও বায়তুল্লাহ শরীফ হজ্জ করে কাটাতে চাই। এরপর সে তাদের খুশিমত দান করতে উৎসাহিত করে। হাল্লাজ সে এলাকা ছেড়ে চলে আসে আর উক্ত ব্যক্তি সেখানে অবস্থান করে প্রচুর পরিমান সোনা রোপা সংগ্রহ করে। তার পছন্দমত সম্পদ জোগাড় হলে সে উক্ত এলাকা ছেড়ে চলে আসে এবং হাল্লাজের নিকট গমণ করে উক্ত সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়।

জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমি শুনতাম হাল্লাজ বিভিন্ন কারামতি প্রদর্শন করে। আমি ব্যাপারটি পরীক্ষা করার জন্য একবার তার নিকট গমণ করলাম এবং তাকে সালাম দিলাম। সে আমাকে বলল, তুমি কি এখনই কিছু চাও? আমি বললাম আমি তাজা মাছ চাই।

এরপর সে ভিতরে চলে গেল এবং কিছু সময় পর একটি তাজা মাছ নিয়ে ফিরে আসলো। মাছটি তখনও নড়ছিল আর হাল্লাজের দু পায়ে কাদা জড়িয়ে ছিল। সে বলল, আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করলে তিনি আমাকে বললেন আমি যেন জলাধারে গমণ করে তোমার জন্য এই মাছটি নিয়ে আসি। আমি সারা এলাকা খুঁজে তোমরা জন্য মাছটি নিয়ে আসলাম। একারণে আমার পায়ে কাঁদা জড়িয়েছে।

উক্ত ব্যক্তি বলেন, আমি বললাম যদি আপনি চান তবে আমি আপনার বাড়িতে প্রবেশ করে একটু যাচায় করে দেখতে পারি যাতে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হয়। যদি আমার নজরে কোনো ত্রুটি ধরা না পড়ে তবে আমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবো। সে বলল, তবে প্রবেশ করো ফলে আমি প্রবেশ বরলাম। প্রবেশ করার পর সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমার কর্মকাণ্ড অবলকন করতে লাগল। আমি সমস্ত বাড়িটি ঘুরে দেখলাম কিন্তু সেখান থেকে বাইরে বের হওয়ার কোনো রাস্তা পেলাম না। আমি হতবস্ত হয়ে গেলাম। এসময় দেখলাম একটি কাপড় টাঙানো রয়েছে আমি সেটা ধরে নাড়া দিলে সেটি ফাকা হয়ে গেলো এবং একটি বের হওয়ার দরজা প্রকাশিত হলো আমি সেটা ভেদ করে বাইরে বের হয়ে গেলাম। বের হয়ে আমি একটি প্রশস্ত বাগান দেখলাম যেখানে নতুন পুরানো সব রকমের ফল রয়েছে। সেগুলো খুব সুন্দর করে রাখা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন প্রকার খাবার যা খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। সেখানে একটি বড় পুকুরও দেখলাম যাতে ছোট বড় বিভিন্ন প্রকার মাছ রয়েছে। পুকুরে নামলাম এবং একটি মাছ ধরলাম ফলে আমার পায়ে কাদা লেগে গেল যেমনটি হাল্লাজের পায়ে লেগেছিল। এ অবস্থায় আমি দরজার নিকট এসে বললাম, দরজা খোলো আমি তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। যখন সে আমাকে এই অবস্থায় দেখল আমাকে হত্যা করার জন্য আমার পিছু নিল। আমি হাতের মাছটি তার মুখে ছুড়ে মেরে বললাম হে আল্লাহর শত্রু আজ তুমি আমাকে প্রচুর খাটিয়েছো। এ ঘটনার পর সে আমার নিকট আসলো আমার সাথে কিছু সময় হাসি তামাশা করলো পরে বলল তুমি যা দেখেছো তা কাউকে বলবে না তাহলে আমি লোক পাঠিয়ে তোমার বিছানার উপরই তোমাকে হত্যা করবো। আমি জানতাম সে এমন কাজ করতে পারে তাই শুলে চড়িয়ে হত্যা করার আগ পর্যন্ত আমি এ ঘটনা কাউকে বলিনি। (১৮)

(১৮) আজ-জাহাবী এধরণের আরো কিছু কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন,

قال التنوخي: أخبرنا أبي قال: من مخاريق الحلاج: أنه كان إذا أراد سفرا ومعه من يتنمس عليه ويهوسه، قدم قبل ذلك من أصحابه الذين يكشف لهم الأمر، ثم يمضي إلى الصحراء، فيدفن فيها كعكا، وسكرا، وسويقا، وفاكهة يابسة، ويعلم على مواضعها بحجر، فإذا خرج القوم وتبعوا قال أصحابه: نريد الساعة كذا وكذا. فينفرد ويرى أنه يدعو، ثم يجي إلى الموضع فيخرج الدفين المطلوب منه. أخبرني بذلك الجم الغفير.

একদিন হাঞ্জাজ এক ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করলে আমি তোমার নিকট এমন একটি পাখি প্রেরণ করবো যার সামান্য পরিমাণ পায়খানা যে কোনো পরিমাণ তামার উপর রাখলে তা সোনা হয়ে যাবে। উক্ত ব্যক্তি বলল, তুমি আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করলে তোমাকে এমন একটি হাতি দেবো যা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লে তার পা আকাশ স্পর্শ করে আর যখন তুমি সেটা লুকিয়ে রাখতে চাও তখন তোমার যে কোনো একটি চোখের মধ্যে তা রেখে দিতে

তানুখী বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন হাঞ্জাজের ধোকাবাজী সমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে যখন হাঞ্জাজ সফরে বের হতো আর তার সাথে এমন কেউ থাকতো যাকে যে প্রতারণা করতে চায় তখন তার একদল অনুসারীকে পূর্বেই প্রেরণ করতো। তারা মরুভূমীর বুকে সাতু, চিনি, ফলমূল ইত্যাদি খাবার পুতে রাখতো এবং তার উপর পাথর দিয়ে চিহ্ন করে রাখতো। যখন ঐ সকল লোকেরা ক্লান্ত হয়ে যেতো। তখন হাঞ্জাজের কোনো কোনো অনুসারী বলতো, আমরা এখন অমুক জিনিস খেতে চায়। হাঞ্জাজ দোয়া করার মতো ভান করতো এবং উক্ত স্থানে এসে পুতে রাখা খাদ্য বের করতো। আমার নিকট বহু লোক এই ঘটনা বর্ণনা করেছে। [সিয়ার]

আরেকটি বর্ণনা রয়েছে সেখানে বলা হয়েছে হাঞ্জাজ একদল লোকের সাথে ইফতার করে। সে বলে আমি তোমাদের জন্য মিষ্টি নিয়ে আসি। কিছুক্ষণ পরই সে এক পাত্র মিষ্টি নিয়ে ফিরে আসে। সকলে তা থেকে খায়। এই ঘটনার বর্ণনা কারী বলেন আমি বিষয়টি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করলাম। পরে আমি উক্ত এলাকায় ঘোষণা করলাম “কোনো মিষ্টি বিক্রেতার কি মিষ্টির পাত্র হারিয়েছে যা দেখতে এমন এমন।” এভাবে ঘোষণা করার পর দেখা গেলো ওটা আসলে (বহু দূরবর্তী) একটি মিষ্টির দোকান থেকে (চুরি করে) নিয়ে আসা হয়েছে। তখন আমি বুঝতে পারলাম হাঞ্জাজকে জিনেরা সহযোগিতা করে থাকে। (অর্থাৎ হাঞ্জাজের নির্দেশে জ্বিনেরা পাত্র ভর্তি মিষ্টি চুরি করে এনেছে।)

আজ-জাহাবী আরো উল্লেখ করেন,

ويروى أن رجلاً قال لحلاج: أريد تفاحة، ولم يكن وقته، فأوماً بيده إلى الهواء، فأعطاهم تفاحة وقال: هذه من الجنة فقيل له: فاكهة الجنة غير متغيرة، وهذه فيها دودة. فقال: لأنها خرجت من دار البقاء إلى دار الفناء، فحل بها جزء من البلاء.

একবার একজন ব্যক্তি হাঞ্জাজের নিকট আপেল খেতে চাইল যখন আপেলের সময় ছিল না। হাঞ্জাজ বাতাসের মধ্যে নিজের হাত বাড়িয়ে মেলে ধরে একটি আপেল তাকে দিয়ে বলল, এটা জাহ্নাত থেকে এসেছে। তাকে বলা হলো, জাহ্নাতের আপেল তো হবে নিষ্কৃত আর এটা তো পোকা লাগা আপেল। সে বলল, এটা জাহ্নাত থেকে দুনিয়াতে এসেছে তো তাই কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। [আস-সিয়ার]

সক্ষম হবে। একথা শুনে হাল্লাজ বোকা বনে গেল এবং চুপ হয়ে গেল।

বাগাদাদে আসার পর সে মানুষকে নিজের দিকে ডাকতে শুরু করে। সে বিভিন্ন প্রকার আশ্চর্যজনক ভেক্সিবাজী ও শয়তানী কার্জকলাপ প্রদর্শন করতো।^(১৯) রফেজীদের মাঝে তার প্রচার প্রসার বেশি মাত্রায় হতো যেহেতু তাদের বোধ শক্তি কম এবং সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করার ক্ষমতা দুর্বল। এক দিন সে রফেজীদের মধ্যে একজন নেত্রিত্বস্থানীয় ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালো।^(২০) সে তাকে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলল, সে বলল, আমি একজন পুরুষ মেয়েদের সঙ্গ আমার খুব প্রিয়। কিন্তু আমার মাথায় চুল নেই আমার বয়সও বেড়েছে (ফলে মেয়েরা আমার প্রতি আকৃষ্ট হয় না।) যদি তুমি আমার এই সব ত্রুটি দূর করে দিতে পারো তবে আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো আমি মেনে নেবো যে তুমিই হলে আমাদের নিষ্পাপ ইমাম। এমনকি যদি তুমি চাও তবে আমি তোমাকে নবী বা স্বয়ং ইলাহ হিসাবেও মেনে নিতে পারি।^(২১)

এ অবস্থায় হাল্লাজ নির্বাক হয়ে গেলো এবং কোনো প্রতিউত্তর করতে সক্ষম হলো না।

(১৯) উজির হামিদ একবার সামেরী নামক হাল্লাজের এক অনুসারীকে বললেন, তুমি হাল্লাজের যেসব ঘটনা দেখেছো তা বর্ণনা করো। সামেরী বলে একবার শীতের সময় আমি তার সাথে সফরে ছিলাম। আমি তাকে বললাম আমার খিরা খেতে ইচ্ছা করছে। সে বলল, এই সময় এবং এই স্থানে? আমি বললাম, আমার মনে হলো তাই বললাম। কিছু সময় পর হাল্লাজ বলল, খিরা খাওয়ার ইচ্ছা কি তোমার এখনও আছে? আমি বললাম হ্যাঁ। ফলে সে বালুর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তাজা খিরা বের করে আনল। উজির তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে এক শ্রেণীর জাদুকরদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলেন যারা জাদুর মাধ্যমে বিভিন্ন ফল-মূল প্রদর্শন করতো। সেগুলো মানুষের হাতে পৌঁছে গেলে দেখা যেতো আসলে ওগুলো গবর। ইমাম আজ-জাহাবী বলেন, উজির ঠিকই বলেছে জাদুকর ও ভেক্সিবাজদের কাজই এটা। তবে তাদের জাদু অনেক সময় এতটা শক্তিশালী হয় মানুষ সেটা হাতে নিয়ে খেয়ে ফেললেও তারা বুঝতে পারে না যে আসলে তারা গবর খাচ্ছে। (অর্থাৎ খিরা খাওয়ার উপরোক্ত ঘটনাটি এমন কিছু হতে পারে)

(২০) এই ব্যক্তির কিছুটা বুদ্ধি ছিল। [সিয়ার]

(২১) এই ব্যক্তি বুঝতে পেরেছিল যে হাল্লাজ যে সব কাজকর্ম প্রদর্শন করে তা ধোকাবাজীর মাধ্যমেও করা সম্ভব তাই সে হাল্লাজকে লা জওয়াব করার উদ্দেশ্যে এধরণের প্রস্তাবনা পেশ করেছিল যাতে ধোকাবাজীর কোনো স্থান না থাকে। [সিয়ার]

শায়েখ আবুল ফারজ ইবনে আল-জাওজী বলেন, হাল্লাজ বহরুপী লোক ছিল। সে কখনও কখনও বর্ম পরিধান করতো কখনও বা কুব্বা^(২২) পরিধান করতো। সে যখন যে মতের লোকের সাথে মিশতো তাদের মত মেনে নেয়ে কথা বলত। আহলে সুন্না, রাফেজী, মু'তাজিলা, সুফী, ফাসেক ফুজ্জার যেই হোক না কেনো।
(২৩)

যখন সে আহওয়াজ নামক এলাকাতে থাকতো তখন তাদের মধ্যে কিছু টাকা পয়সা ব্যায় করতো যেগুলো সে ভেক্কাবাজীর মাধ্যমে বের করতো সে বলতো এগুলো কুদরতী সম্পদ।

শায়েখ আবু আলী আল-জুবাইদীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়ে তিনি বলেন, এ হলো কৌশলে মানুষের চোখ ফাঁকি দেওয়া। তাকে এমন একটা বাড়িতে প্রবেশ করাও সেখান থেকে বের হওয়ার কোনো রাস্তা নেই এর পর তাকে এক গোছা কাঁটা বের করতে বলো। (কেমন পারে)^(২৪)

(২২) বেল্ট ওয়ালা কোর্ট জাতীয় একপ্রকার পোশাক যা জামার উপর পরিধান করা হয়।

(২৩) ইমাম জাহাবী বলেন,

وكان ظاهره أنه ناسك، فإذا علم أن أهل بلده يرون الاعتزال صار معتزلياً، أو يرون التشيع تشيع، أو يرون
التسنن تسنن

বাহ্যিক ভাবে হাল্লাজকে বুয়ুর্গ মনে হলেও সে আসলে বহরুপী ছিল। যখন দেখতো চারপাশের মানুষ মু'তাজিলা সে মু'তাজিলা হয়ে যেতো যদি দেখতো তারা শীয়া তো সেও শীয়া হয়ে যেতো আর যখন দেখতো সবাই সুন্নী তখন সেও নিজেকে সুন্নী দাবী করতো। [তা'রীখ]

(২৪) আজ-জাহাবী বলেন,

قال أبو علي ابن البناء فيما رواه عنه ابن ناصر بالاجازة: حرك الحلاج يده يوماً، فنثر على من عنده دراهم، فقال بعضهم: هذه دراهم معروفة، ولكن أؤمن بك إذا أعطيتني درهما عليه اسمك واسم أبيك، فقال: وكيف وهذا لم يصنع ؟ قال: من أحضر من ليس بحاضر صنع ما لم يصنع

ইবনে নাছির আবু আলি থেকে বর্ণনা করেছেন একদিন হাল্লাজ তার হাত নাড়া দিলে তার চারপাশে দিরহাম ছড়িয়ে পড়ল। সেখানে উপস্থিত একজন বলল, এগুলো তো আমাদের পরিচিত দিরহাম। আমি তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি যদি তুমি এমন দিরহাম (মুদ্রা) হাজির করতে পারো যেখানে তোমার এবং তোমার বাবার নাম লেখা থাকবে। সে বলল, এটা আমি

হাল্লাজ একথা শোনার পর উক্ত এলাকা ছেড়ে চলে যায়।

খতীব বলেন, ঈসমাঈল ইবনে আল-খতীব তার ইতিহাসে লেখেন একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হয় যার নাম হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ, সে একটি অভিযোগের ভিত্তিতে সুলতানের কারাগারে বন্দি ছিল। তখন আলী ইবনে ঈসা উজির ছিলেন। এমন বলা হয় যে, সে বিভিন্ন ধরনের ধর্মদ্রোহীতায় লিপ্ত ছিল এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য জাদু ও ভেঙ্কিবাজীর মতো কলা-কৌশল অবলম্বন করতো। সে নুবুয়ত দাবী করেছিল। আলি ইবনে আবু মুসা তাকে গ্রেফতার করার পর হতে তার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ফাস করে দেন এবং তার ব্যাপারে সুলতানকে (খলিফা মুক্তাদির বিল্লাহ) অবহিত করেন। এ বিষয় খলিফা মেনে নিতে পারেন নি তাই তিনি তাকে শাস্তি দেন। তাকে জীবিত অবস্থায় পরপর কয়েকদিন শুলে চড়ানো হয়। প্রতিদিন সকালে তাকে শুলে চাড়ানো হতো এবং সে যা কিছু করতো বা বলতো সেগুলো মানুষকে বর্ণনা করে শোনানো হতো এর পর তাকে নামিয়ে কারাগারে বন্দি করা হতো। সে কয়েক বছর কারাগারে অবস্থান করে। তাকে এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা হতো যাতে একই স্থানে দীর্ঘ অবস্থানের ফলে কারাগারের সকল লোককে পথভ্রষ্ট করতে না পারে। সর্বশেষ তাকে সুলতানের প্রাসাদের কারাগারে আটক করা হয়। সেখানে সে সুলতানের কয়েকজন চাকর-বাকরকে প্রতারিত করে এবং বিভিন্ন কলা কৌশলের মাধ্যমে সে তাদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এমনকি তারা তাকে সহযোগিতা করতে শুরু করে। তারা তার জন্য উত্তম খাবার সরবরাহ করতে থাকে। এরপর সে বাগদাদ ও অন্যান্য স্থানের বেশ কিছু লেখকের উদ্দেশ্যে চিঠি-পত্র পাঠায় তারা তার প্রতি সাড়া দেয়। অবস্থা এই পর্যন্ত পৌঁছায় যে সে নিজেকে রব দাবী করে বসে। (২৫)

কিভাবে করবো? এমন দিরহাম (মুদ্রা) তো তৈরীই হয়নি। উক্ত ব্যক্তি বলল, যে গায়েবী ভাবে দিরহাম হাজির করতে পারে সে তৈরী হয়নি এমন দিরহামও হাজির করতে পারে। [সিয়ার]

এ থেকে বোঝা যায় হাল্লাজের বিষয়টি কোনো কুদরতী বিষয় ছিল না বরং হয়তো সে কৌশলে নিজের সাথে থাকা দিরহাম মানুষের সামনে পেশ করতো অথবা জ্বিনেরা তাকে সহযোগিতা করতো। তাই যে দিরহাম তৈরী হয়নি সেটা পেশ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি গায়েব থেকে দিরহাম হাজির করবে তার পক্ষে যে কোনো ধরনের দিরহাম হাজির করা সম্ভবপর।

(২৫) আজ-জাহাবী বলেন,

তার কিছু অনুসারিকে পাকড়াও করে সুলতানের নিকট আনা হয়েছিল। তাদের কারো কারো নিকট এমন কিছু চিঠি-পত্র পাওয়া গিয়েছিল যাতে তার সম্পর্কে কৃত অভিযোগ সত্য বলে প্রমানিত হয়। তাদের কেউ কেউ নিজে মুখে স্বীকৃতিও দিয়েছিল। হাঞ্জাজের বিষয়টি চারিদিকে প্রচার-প্রসার হলে মানুষ তার হত্যা করার বিষয়ে আলোচনা শুরু করে। খলিফা তাকে হামিদ ইবনে আব্বাসের নিকট সপর্দ করার আদেশ করেন। তাকে বলেন আলেম ওলামা ও কাজিদের একত্রিত করে তাদের সামনে এর সকল কার্যকলাপ তুলে ধরো এবং এর সকল অনুসারীদের একত্রিত করো। এর পর বহু ঘটনা ঘটে। এক পর্যায়ে সুলতান তার ব্যাপারে সকল ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন এবং তার অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হন। বিচারকদের নিকট অভিযোগ প্রমানিত হয় এবং আলেম ওলামারা তার সম্পর্কে ফতোয়া দেন। ফলে সুলতান তাকে হত্যা করতে এবং তাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে আদেশ করেন। ৩০৯ হিজরীর জিল রু'দ মাসের ৯ দিন বাকী থাকতে (২১ তারিখ) এক মঙ্গলবারে তাকে পশ্চিম পাশে নিয়ে আসা হয়। তাকে প্রায় এক হাজার চাবুক মারা হয় এরপর তার দু'হাত ও দু'পা কেটে ফেলা হয় পরে তার গর্দানে আঘাত করা হয়। তার লাশ আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তার মাথা দেওয়ালের উপর টাঙিয়ে রাখা হয়। একইভাবে তার দুই হাত ও দুই পা টাঙিয়ে রাখা হয়।

আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী বলেন আমি ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ কে বলতে শুনেছি আবুল কাসিম আর-রাজী বলেছেন আবু বকর ইবনে মিমশাজ বলেছে

وكان في كتبه إنه مغرق قوم نوح ومهلك عاد وشمود

হাঞ্জাজ তার লেখা পত্রে এমন দাবী করেছিল যে, সে নুহ (আঃ) এর সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দিয়েছে এবং আদ ও ছামুদকে সেই ধ্বংস করেছে।

قد قال مرة زوجتك بابني وهو بنيسابور، فإن جرى منه ما تكرهين فصومي واصعدي على السطح على الرماد، وافطري على الرماد وافطري على الملح، واذكري ما تكرهينه، فاني أسمع وأرى

হাঞ্জাজ তার পুত্র বধুকে বলে আমি তোমাকে আমার ছেলের সাথে বিবাহ দিয়েছি। সে তো নায়সাবুরে রয়েছে যদি তার নিকট থেকে তুমি এমন কোনো আচরণ দেখতে পাও যা তোমার অপছন্দ হয় তবে রোজা রাখো এবং সাথে কিছু ছায় নিয়ে ছাদের উপর উঠে ছায় ও লবন দিয়ে ইফাতার করে তোমার অভিযোগ খুলে বলো কেননা আমি সব কিছু শুনি ও দেখি।

আমাদের দায়নুর এলাকাতে একবার এক লোকের আবির্ভাব হয়। তার নিকট একটি পাত্র ছিল যা সে রাতে দিনে কখনও কাছ ছাড়া করতো না। মানুষ তার ব্যাপারে সন্দেহ করলো ফলে তারা সেটার ভিতর কি আছে তা অনুসন্ধান করলো। সেখানে তারা হাল্লাজের লেখা একটি পত্র পেলো তাতে লেখা ছিল

রহমানুর রহীমের পক্ষ থেকে অমুকের ছেলে অমুকের প্রতি ...

সেখানে সে উক্ত ব্যক্তিকে পথদ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করেছে এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছে। পত্রটি বাগদাদে প্রেরণ করা হয়। হাল্লাজকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সে স্বীকার করে যে ওটা সেই লিখেছে। সবাই তাকে বলে, তুমি তো প্রথমে নুবুয়ত দাবী করতে আর এখন দেখছি রব দাবী করছো। সে বলে, না তা নয় তবে এটা হলো আমাদের একিভূত^(২৬) হওয়ার দর্শন। লিখছেন তো আল্লাহই আর আমি ও আমার হাত তো যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়।

তাকে বলা হলো তোমার সাথে এই মতের আর কেউ আছে? সে বলল, হ্যাঁ, ইবনে আতা, আবু মুহাম্মাদ আল-হারীরী এবং আবু বকর শিবলী।

হারীরীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সে বলে, একথা যে বলে সে তো কাফির। শিবলীকে প্রশ্ন করা হলে বলে, যে এমন বলবে তাকে বাধা দিতে হবে। তবে ইবনে আতাকে প্রশ্ন করে হলে সে বলে, এ বিষয়ে হাল্লাজই ঠিক বলেছে। এর কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হয় যার কারণে তার মৃত্যু হয়।

আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আর-রাজী থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, উজির হামিদ ইবনে আব্বাস যখন হাল্লাজকে হাজির করে তখন তাকে তার চিন্তা-দর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সে সব কিছু স্বীকার করে। উজির সেগুলো লিখে বাগদাদের বিভিন্ন প্রান্তের আলেম-ওলামাদের নিকট প্রেরণ করে। তারা সকলে এসব কথার উপর আপত্তি করেন এবং এই ধরনের আকীদা বিশ্বাস যার আছে তাকে কাফির হিসাবে আখ্যায়িত করেন। উজির তাদের মতামত লিখে নেন। পরে তিনি বলেন আবুল আব্বাস ইবনে আতাও এমন কথা বলে থাকে। ওলামায়ে কিরাম বলেন, সে কেউই এমন কথা বলে সে কাফির।

(২৬) আল্লাহর সাথে বান্দার একীভূত হওয়া। যাকে তাসাউফের পরিভাষায় ফানা ফিল্লাহ বলা হয়।

এরপর উজির ইবনে আতাকে তার বাসস্থানে ডেকে পাঠায়। সে এসে সমাবেশের অভ্যন্তরে স্থান গ্রহণ করে। উজির তাকে হাঙ্গাজের কথা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সে বলে, যে এই আকীদা রাখে না তার কোনো আকীদায় নেই। উজির বলেন, তোমার ধ্বংস হোক তুমিও কি এই মতবাদ ও বিশ্বাসের দিকে ঝুকে পড়েছো? আবুল আব্বাস বলে, এ বিষয়ে তোমার নাক গলানোর কি প্রয়োজন! তুমি মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা এবং তাদের জুলুম ও হত্যা করার জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে। তাই করতে থাকো। সম্মানিত আওলিয়ায়ে কিরামের এই সকল কথা-বার্তার ব্যাপারে তোমার নাক গলানোর দরকার নেই। (২৭)

তখন উজির তার দুই গালে প্রহার করতে আদেশ করেন এবং তার জুতা খুলে

(২৭) এই ব্যক্তির আকীদা ভীষণ খারাপ ছিল, আজ-জাহাবী বলেন,

وأنه لما قتل كتب ابن عطاء إلى ابن الحلاج كتابا يعزیه عن أبيه، وقال: رحم الله أباك، ونسخ روحه في أطيب الأجساد. فدل هذا على أنه يقول بالتناسخ، فوقع الكتاب في يد حامد، فأحضر أبا العباس بن عطاء وقال: هذا خطك؟ قال: نعم. قال: فأفرك أعظم. قال: فشيخ يكذب؟ فأمر به، فصفع، فقال أبو الحسن بن بشار: إني لأرجو أن يدخل الله حامد بن العباس الجنة بذلك الصفع.

যখন হাঙ্গাজ নিহত হয় তখন ইবনে আতা তার পুত্রের নিকট শোক বার্তা লিখে পাঠায় সে লেখে আল্লাহ্ তোমার বাবাকে দয়া করুন এবং তার আত্মাকে উত্তম কোনো শরীরে স্থানান্তর করুন এটা প্রমাণ করে যে, সে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতো। এই চিঠিটি উজির আবুল আব্বাসের হস্তগত হয় ফলে তিনি তাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, চিঠির লেখাটি কি আপনার? সে বলে হ্যাঁ। উজির বলেন আপনি যে স্বীকার করছেন এটা তো খুবই ভয়ংকর ব্যাপার। সে বলে তবে কি একজন শায়েখ মিথ্যা বলবে? এরপর উজির তাকে চপটাঘাত করতে আদেশ করেন। [সিয়ার]

একজন মারা যাওয়ার পর অন্য কারো শরীর নিয়ে পুনরায় দুনিয়াতে আগমণ করার বিশ্বাসকে বলা হয় পুনঃজন্ম। হিন্দুরা এই আকীদা বিশ্বাস করে থাকে। সুফীদের একটি অংশও এমন আকীদায় বিশ্বাসী। উপরের বর্ণনায় আমরা দেখেছি আব্বাস ইবনে আতা এই আকীদায় বিশ্বাসী ছিল। মানছুরে হাঙ্গাজের আকীদাও অনুরূপ ছিল। আজ-জাহাবী বলেন,

ويدعي الربوبية، ويقول للواحد من أصحابه: أنت آدم، ولذا أنت نوح، ولهذا أنت محمد، ويدعي التناسخ وأرواح الأنبياء انتقلت إليهم

হাঙ্গাজ তার অনুসারীদের একজনকে বলতো, তুমি আদম, আরেক জনকে বলতো, তুমি নুহ, অন্য আরেকজনকে বলতো, তুমি মুহাম্মাদ। সে পুনঃজন্মে বিশ্বাস করতো এবং দাবী করতো যে নবীদের আত্মা তাদের শরীরে স্থানান্তরিত হয়েছে। [সিয়ার]

নিয়ে সেটা দিয়ে তার মাথায় আঘাত করতে আদেশ করেন। ^(২৮) তাকে এভাবেই শাস্তি দেওয়া হতে থাকে এমনকি তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করে। তাকে জেলে পাঠানো হয়। কেউ কেউ উজিরকে পরামর্শ দিয়ে বলে তাকে জেলে রাখাটা সাধারণ মানুষের নিকট পছন্দনীয় নয়। ফলে তিনি পুনরায় তাকে তার বাসভবনে নিয়ে আসেন। তখন ইবনে আতা বদ দোয়া দিয়ে বলে, হে আল্লাহ তাকে হত্যা করো এবং তার দুই হাত ও দুই পা কেটো দাও। এর কয়েকদিন পর ইবনে আতা মারা যায় এবং আরও কিছু দিন পর উজিরকে নিকৃষ্টভাবে হত্যা করা হয় তার দুই হাত ও দুই পা কেটে দেওয়া হয় এবং তার ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

সাধারণ লোকেরা বলে, ইবনে আতার বদ দোয়ার কারণেই এমনটি হয়েছে। এটা তাদের চিরচরিত অভ্যাস। ^(২৯) এমনকি আলেম হিসাবে পরিচিত এমন একদল

^(২৮) আজ-জাহবী বলেন, আবুল হাসান ইবনে বাশশার বলেন, আমি আশা করি আল্লাহ উজির হামিদ ইবনে আব্বাসকে উক্ত ব্যক্তিকে চপটাঘাত করার কারণে জাহান্নাবাসী করবেন। [সিয়ার]

এই কথাটি খুবই সুন্দর! যারা নিজেরা কুফরী করে এবং মানুষকে কুফরীর দিকে আহ্বান করে তাদের লাঞ্চিত করা এবং শাস্তি দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে সর্বোত্তম ইবাদত সমূহের মধ্যে একটি। কেনো ব্যক্তির পদমর্যাদা, লোকবল বা লোক দেখানো আমল যেনো এ বিষয়ে কাউকে ধোঁকায় না ফেলে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) এ বিষয়ে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তিনি তার সাহাবীদের উদ্দেশ্যে খারেজীদের সম্পর্কে বলেন, (يَخْفَرُ أَخَذَكُمْ صَلَاتُهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامُهُ مَعَ صِيَامِهِمْ) “তাদের নামায দেখে তোমরা নিজেদের নামায কম মনে হবে এবং তাদের রোজার কাছে তোমাদের রোজা কম মনে হবে। [বুখারী]

এতটা ইবাদত গুজরা হওয়া সত্ত্বেও রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদের হত্যা করার আদেশ দিয়ে বলেন,

لَيْنَ أَنَا أَدْرِكُكُمْ لَأَقْتُلَنَّكُمْ قَتْلَ عَادٍ

আমি যদি তাদের হাতে পায় তবে তাদের আদ জাতির মতো হত্যা করবো। [বুখারী]

সুতরাং আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে যে ব্যক্তি খারাপ মন্তব্য করে সে যত বড় ব্যুর্গই হোক না কেনো তাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। তাদের বিপক্ষে যে ব্যক্তি ভূমিকা রাখবে তাকে তার পূরস্কার কিয়ামতের দিন প্রদান করা হবে।

^(২৯) বলা হয়, (একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এক হাজার জন আবেদন হতে শয়তানের নিকট বেশি কঠিন)। কথাটি ইবনে মাযা তিরমিযী ইত্যাদি গ্রন্থে রসুলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত আছে তবে এটা রসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে মারফু ভাবে এটার সনদ সহীহ নয় কিন্তু কথাটি সত্য যেহেতু অজ্ঞ ব্যুর্গকে পথভ্রষ্ট করা শয়তানের পক্ষে সহজ কিন্তু কুরআন-হাদীস সম্পর্কে অভিজ্ঞ একজন আলেমকে পথভ্রষ্ট করা

লোকও যখন কাউকে হাল্লাজ বা ইবন আরবীকে তিরস্কার করতে শোনে পরে তার কোনো বিপদ হলে বলে তার পাপের কারণেই এটা হয়েছে। অথচ বাগদাদের

বেজায় কঠিন। হাল্লাজের পক্ষাবলম্বনকারী সুফী আব্বাস ইবনে আতার বদ দোয়ার পর উজিরের উপরে যে বিপদ আপতিত হয়েছে সে কারণে যে কোনো অজ্ঞ ও মুর্থ লোক ধারণা করতে পারে তাহলে হাল্লাজ পন্থীরাই সঠিক আর উজির ও তার সাথে থাকা সকল ওলামায়ে কিরাম ভ্রান্ত। এটা মুখদের চিন্তা-চেতনা। জ্ঞানী ব্যক্তির সঠিক-বেঠিক এভাবে নির্ণয় করেন না। বরং যার কার্যকলাপ শরীয়তের সাথে মেলে তাকে তারা বুযুর্গ মনে করেন যদিও তার উপর হাজার বালা-মুসিবাত আপতিত হয় অপর দিকে যার কাজ-কর্ম শরীয়তের বিপরীত তাকে ফাসিক ও কাফির মনে করে থাকেন যদিও তার মুখের কথায় আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। (যেমনটি দাজ্জালের ক্ষেত্রে হবে)

এখানে মনে রাখতে হবে, কারো দোয়া আল্লাহর নিকট কবুল হলেই এটা প্রমাণিত হয় না যে, আল্লাহ তাকে পছন্দ করেন। যেহেতু আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা বেশি নিকৃষ্ট সৃষ্টি হলো ইবলিস। কিন্তু আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেছেন যখন সে বলে, (رب انظرني الي يوم يبعثون) “ হে আল্লাহ আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ (আয়) দিন “ [আ’রাফ/১৪] আল্লাহ বলেন, (فانك من المنظرين) “ তোমাকে অবকাশ দেওয়া হলো “। [আ’রাফ/১৫]

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, ইবলীস যে দোয়াটি করেছে সেটা স্বয়ং আদম (\$) এবং তার সকল বংশধরদের বিপক্ষে যেহেতু সে তাদের পথভ্রষ্ট করার জন্যই আল্লাহর নিকট অবকাশ চেয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ (ﷻ) তার নিকট সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সৃষ্টির বিপক্ষে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সৃষ্টির দোয়া কবুল করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি মানুষকে পরীক্ষার সম্মুখীন করতে চেয়েছেন। এটা আল্লাহর হিকমাত যা অজ্ঞ লোকেরা বুঝতে সক্ষম নয়।

আমরা বলবো, এমনও তো হতে পারে যে, ইবনে আতা তার জীবনে বহু ভাল আমল করেছে কিন্তু তার জীবনের শেষভাগে সে হাল্লাজের পক্ষাবলম্বন করে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে। ফলে তার সকল ভাল আমল বিনষ্ট হয়েছে। ঐ সকল আমলের প্রতিদান সে আখিরাতে পাবে না তাই আল্লাহ সেগুলোর প্রতিদান সরুপ তার অন্তিম ইচ্ছা পূরা করেছেন। যেভাবে ইবলিসের পূর্বের সকল আমলের বিনিময় স্বরুপ আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরা করেছেন এবং তাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন। কাফিরদের আমলের প্রতিদান আল্লাহ দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন।

বিপরীত দিক থেকে এমনও হতে পারে যে, উজির ইসলামের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন তাই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে চেয়েছেন একারণে তাকে দুনিয়াতে বালা-মুসিবতে পতিত করেছেন যাতে এটা তার জন্য ক্ষমার উচ্ছ্রা হয়। হাদীস-কুরআনে এমন প্রমাণ প্রচুর রয়েছে যে, মুমিনদের বালা-মুসিবতে পতিত করে পরীক্ষা নেওয়া হয়।

এভাবে চিন্তা করলে কোনো জটিলতা পরিলক্ষিত হয় না। এ হচ্ছে শরীয়তের ভেদ যা বেশিরভাগ মারেফত পন্থীরা অনুধাবনে সক্ষম হয় না। ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়।

সকল ওলামায়ে কিরাম একমত হয়েছেন যে, হাল্লাজ ধর্মদ্রোহী কাফির। আর তারা তাকে শুলে চড়ানো ও হত্যা করার ব্যাপারে ইজমা করেছে। আর বাগদাদের ওলামায়ে কিরামই তখনকার দিনে সারা দুনিয়া বলে গণ্য হতেন।

হাল্লাজকে যখন প্রথম বার হাজির করা হয় তখন আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে দাউদ আজ-জাহেরী কে তার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, যদি আল্লাহ তার রসুলের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন তা সত্য হয় তবে হাল্লাজের কথা মিথ্যা। তিনি হাল্লাজের ব্যাপারে ভীষণ কঠোর ছিলেন।

আবু বকর আস-সওলী বলেন, আমি হাল্লাজকে দেখেছি তার সাথে কথাও বলেছি। আমি দেখেছি সে মুখ কিন্তু জ্ঞানীর ভান করে এবং নির্বোধ হওয়ার পরও বুদ্ধি জাহিরের চেষ্টা করে। ^(৩০) তাছাড়া সে একজন নিকৃষ্ট ব্যক্তি কিন্তু ন্যায় নিষ্ঠতার

(৩০) আজ-জাহাবী তার তারীখে বলেন,

وقيل: إن الوزير علي بن عيسى أحضره وناظره، فلم يجد عنده شيئاً من القرآن ولا الحديث ولا الفقه، فقال له: تعلمك الوضوء والفرائض أولى بك من رسائل لا تدري ما فيها

উজির আলি ইবনে ঈসা হাল্লাজকে হাজির করে তার সাথে দ্বীনী আলোচনাতে লিপ্ত হলেন। তিনি দেখলেন হাল্লাজ কুরআন-হাদিস বা ফিকাহ শাস্ত্রের কিছুই বোঝে না। তিনি তাকে বললেন, তুমি যা জানো না সেসব বিষয়ে লেখা-লেখি করার পরিবর্তে তোমার উচিত ছিল ওয়ু ও অন্যান্য ফারাজেজ শিক্ষা করা।

তিনি আরো উল্লেখ করেন,

فأحضره علي بن عيسى الوزير، وأحضر العلماء فناظره، فأسقط في لفظه، ولم يجده يحسن من القرآن شيئاً ولا من غيره

উজির হাল্লাজকে হাজির করলেন এবং আলেম-ওলামাদের হাজির করলেন। তারা তার সাথে বিতর্ক করলে সে নির্বাক হয়ে গেলো। দেখা গেলো সে ভালভাবে কুরআন পাঠ করতেও সক্ষম নয়। অন্যান্য জ্ঞানের ব্যাপারেও সে অনভিজ্ঞ। [তা'রীখ]

ইবনে হাযার আল-আসকালানী হাল্লাজের জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

الحسين بن منصور الحلاج المقتول على الزندقة ما روى ولله الحمد شيئاً من العلم

হুসাইন ইবনে মানসুর আল-হাল্লাজ। তাকে যিনদিক (ধর্মদ্রোহী) অবস্থায় হত্যা করা হয়। আল্লাহর প্রসংশা যে তার নিকট থেকে জ্ঞানের কিছুই বর্ণিত হয়নি। [লিসানুল মিয়ান]

দাবী করে। দুনিয়ার প্রতি সে ভীষণভাবে আকৃষ্ট অথচ যুহুদ (দুনিয়ার প্রতি নির্মহতা) প্রকাশের চেষ্টা করে। ফাসেক হওয়ার পরও পরহেজগারী প্রকাশ করে।

প্রথম বার যখন হাল্লাজকে শুলে চড়ানো হয় তখন চার দিন যাবৎ তার ব্যাপারে ঘোষণা দিয়ে মানুষকে তার সম্পর্কে জানানো হয়। যখন তাকে শুলে চড়ানোর জন্য একটি গাভীর পিঠে চড়িয়ে নিয়ে আসা হচ্ছিল তখন কেউ কেউ শুনেছে সে বলছিল আমি তো আসল হাল্লাজ নই বরং প্রকৃত হাল্লাজের মতো আরেকজন ব্যক্তিকে আসলে গ্রেফতার করা হয়েছে। আর প্রকৃত হাল্লাজ তোমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছে। এরপর যখন তাকে শুলে চড়ানোর জন্য কাঠের থামের পাশে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সে বলে হে সাহায্য কারী তুমি আমাকে তোমার সাথে মিশে যাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা কর।

কেউ কেউ বলেছে শুলে চড়া অবস্থায় আমি হাল্লাজকে বলতে শুনেছি- হে আমার রব আমি তো বাসনার জগতে পৌঁছে গেছি মোহেনীয় সব বস্তু অবলোকন করছি। হে আমার রব যে তোমাকে কষ্ট দেয় তুমি তার প্রতি রহম করে থাকো তবে তার প্রতি কেনো করবে না যাকে তোমার রাস্তায় কষ্ট দেওয়া হচ্ছে?

হাল্লাজকে যেভাবে হত্যা করা হয়

খতীবে বাগদাদী ও অন্যান্যরা বলেন, হাল্লাজ যখন সর্বশেষ বার বাগদাদে আগমন করে তখন সুফীদের সঙ্গ গ্রহণ করে এবং তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন উজির ছিল হামিদ ইবনে আব্বাস। তার নিকট খবর পৌঁছায় যে, হাল্লাজ রাজ দরবারের চাকর-বাকর ও প্রহরীদের মধ্যে বহু সংখ্যক লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। সে তাদের নিকট যা কিছু দাবী করতো তার মধ্যে এও একটি যে, সে মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম। সে বলে জ্বিনেরা তাকে সহযোগিতা করে ফলে সে যা চাই ও পছন্দ করে তারা তা নিয়ে আসে। এমনও বলে যে সে বেশ কিছু পাখিকে মৃত থেকে জীবিত করেছে।

আলি ইবনে ঈসাকে বলা হলো মুহাম্মাদ ইবনে আলি নামে একজন ব্যক্তি হাল্লাজকে পূজা করে এবং মানুষকে হাল্লাজের আনুগত্যের দিকে ডাকে। তারপর তার খোজ করা হলো। তার বাড়িতে অভিযান প্রেরণ করে তাকে পাকড়াও করা হলো। সে স্বীকার করলো যে সে হাল্লাজের অনুসারীদের মধ্যে একজন। তার

বাসায় রেশমী কাপড়ের উপর সোনার কালিতে হাল্লাজের নিজের হাতে লেখা বেশ কিছু পুস্তক ছিল যা দামী গেলাফে মোড়া ছিল। তার বাসায় একটি পাত্র পাওয়া গেল যাতে হাল্লাজের প্রসাব-পায়খানা ^(৩১) এবং অন্যান্য ব্যবহার্য বস্তু সংরক্ষিত ছিল। হাল্লাজের আহরকৃত কিছু রুটিও তার নিকট ছিল।

উজির খলিফা মুজাদিরের নিকট হাল্লাজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অমুমতি প্রার্থনা করলে খলিফা হাল্লাজের ব্যাপারটি তার উপর ছেড়ে দেন। উজির হাল্লাজের বহু সংখ্যক অনুসারীকে জড়ো করে তাদের হুমকি ধামকি দিলে তারা স্বীকৃতি দিয়ে বলে, আমাদের নিকট প্রমানিত হয়েছে যে, হাল্লাজ আল্লাহর সাথে আরেকজন ইলাহ। সে মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম। তারা হাল্লাজের মুখের সামনে এই সব কথা ফাস করে দেয়। কিন্তু হাল্লাজ এসব অভিযোগ অস্বীকার করে এবং ঐ সকল লোকদের মিথ্যাবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করে। সে বলে আমি নিজেকে রব বা নবী দাবী করা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই আমি তো এমন একজন ব্যক্তি যে আল্লাহর ইবাদত করে বেশি বেশি সলাত-সওম পালন করে এবং ভাল আমল করে। এ ছাড়া অন্য কিছুই আমি জানি না। তখন সে কেবলই কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করছিল আর বারবার বলছিল “হে আল্লাহ আপনি পবিত্র আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই আমি তো গোনাগার আমাকে ক্ষমা করুন আপনি ছাড়া আর কে ক্ষমা করতে পারে!”

তার গায়ে হাটু পর্যন্ত লম্বা একটি পশমের জুব্বা ছিল আর দু পায়ে ১৩ টি বেড়ি ছিল বেড়ি গুলোও তার হাটু পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। এতো কিছু সত্ত্বেও সে দিনে রাতে এক হাজার রাকাত নামায আদায় করতো। উজির হামিদ ইবনে আব্বাস তার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের পূর্বে নাছুর আর কশওয়ারীর বাড়িতে আটক থাকাকালীন তার নিকট যে কারো যাওয়া আসা করার অনুমতি ছিল। সে কখনও কখনও নিজের নাম বলতো হুসাইন ইবনে মানছুর আবার কখনও বলতো

(৩১) এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় হাল্লাজের অনুসারীরা তার প্রসাব পায়খানার মাধ্যমে বরকত হাসিলের চেষ্টা করতো যেমনটি বর্তমানে নেড়া ফকীররা তাদের কথিত পীরের প্রসাব-পায়খানার মাধ্যমে বরকত হাসিলের চেষ্টা করে থাকে। আজ-জাহাবী উল্লেখ করেন, (ولما حبس ببغداد استغوى جماعة، فكانوا يستنشقون بوله) যখন তাকে বাগদাদে কারাগারে বন্দি রাখা হয় তখন সে কিছু লোককে পথভ্রষ্ট করে ফেলে তারা তার প্রসাব নাকে-মুখে প্রবেশ করাতো। [তারীখ]

মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল-ফারিসী। নাছর নামক এই ব্যক্তিও হাল্লাজের ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। সে ভেবেছিল হাল্লাজ সৎ লোক। খলীফা আল-মুজ্জাদির বিপ্লবের অসুস্থতাজনিত একটি সমস্যা দেখা দিলে সে হাল্লাজকে তার নিকট নিয়ে গিয়েছিল। হাল্লাজ তাকে ঝাড়ফুক দিয়েছিল। ভাগ্যচক্রে রোগ সেরে যায়। একইভাবে মুজ্জাদিরের মা অসুস্থতা বোধ করলে তাকেও হাল্লাজ ঝাড়ফুক করে এবং তার রোগ সেরে যায়।^(৩২) এর পর হাল্লাজের বাজার রমরমা হয়ে যায় এবং সুলতাদের প্রাসাদে ঠায় হয়ে যায়। পরে তার ব্যাপারে বিভিন্ন আপত্তি অভিযোগ প্রকাশিত হতে থাকলে সুলতান তাকে হামিদ ইবনে আব্বাসের নিকট পাঠিয়ে দেয়। তিনি হাল্লাজকে দু'পায়ে বহুসংখ্যক বেড়ি পরিহিত অবস্থায় আটক রাখেন এবং তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সকল অভিজ্ঞ ওলামায়ে

(৩২) হাল্লাজের ঝাড়ফুক রোগ সেরে যাওয়ার ঘটনাটি অনেক বোকার জন্য পথভ্রষ্টতার কারণ হতে পারে। জ্ঞানী ব্যক্তি এসব বিষয়ে প্রতারিত হয় না। যেহেতু তারা এগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগত। ইবনে কাছীর স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, এটা ভাগ্যচক্রে হয়েছে। অর্থাৎ এর মধ্যে কোনো কারামতী নেই। এমনও বলা যায় যে, এখানে শয়তান সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে। প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে এ বিষয়ে শিক্ষণীয় একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একবার তিনি তার স্ত্রীর গলায় একটি তাবীজ ঝুলতে দেখলে সেটা কেটে ফেলেন এবং ধমক দিয়ে বলেন। আব্দুল্লাহর পরিবারে শিরক চলতে পারে না। তার স্ত্রী বলে, আমার চোখে সমস্যা হয়েছিল অমুক ইয়াহুদী ঝাড়-ফুক দিলে তা সেরে যায়। ইবনে মাসউদ বলেন, এটা আসলে শয়তানের কাজ। সে নিজ হাতে তোমার চোখে গুতো মারছিল ইয়াহুদী ঝাড়-ফুক দিলে সে গুতো মারা বন্ধ করে দিয়েছে। তুমি তো এই দোয়া পড়তে পারতে বলে তিনি একটি দোয়া উল্লেখ করেন। [মিশকাত] দেখা যাচ্ছে কোনো অলৌকিক ঘটনা সাহাবায়ে কিরামের অটল ঈমানকে নাড়া দিতে পারতো না যেহেতু তারা সব বিষয় সম্পর্কে সাম্যক অবগত ছিলেন। ইয়াহুদী ঝাড়-ফুক করার কারণে রোগ সেরে গেলেই যে, ইয়াহুদীর প্রতি আস্থাশীল হয়ে যেতে হবে এটা সঠিক নয়। বরং বিষয়টির বিভিন্ন ব্যাখ্যা থাকতে পারে সেগুলো ভেবে দেখতে হবে এটিই জ্ঞানের দাবী। ঈমান বাচাতে হলে জ্ঞান অনুযায়ী চিন্তা-ফিকির করতে হবে। হাল্লাজ যেহেতু খারাপ আকীদা-বিশ্বাস ও নিকৃষ্ট স্বভাব-চরিত্রের লোক ছিল তাই তার ঝাড়-ফুকে কারো রোগ সেরে গেলে সেটার কারণে হাল্লাজকে ওলী-আওলিয়া মনে করার কোনো কারণ নেই বরং ব্যাপারটির ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা করতে হবে যা শরীয়তের সাথে খাপ খায়। এমন বলতে হবে যে, আসল শয়তানই মুজ্জাদির বিপ্লব ও তার মায়ের পিছনে লেগে তাদের অসুস্থ করে ফেলেছিল পরে হাল্লাজ ঝাড়-ফুক দিলে সে তাদের ছেড়ে চলে যায়। হাল্লাজের কুফরী আকীদা বিশ্বাসের মাধ্যমে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্যই সে এমনটি করেছে।

কিরামকে সমাবেত করেন। তারা ইজমা করেন যে হাল্লাজ একজন কাফির ও যিনদিক (ধর্মদ্রোহী)। এছাড়া সে একজন জাদুকর ও ভেঙ্কিবাজ।

এ সময় দুজন নেককার লোক হাল্লাজকে পরিত্যাগ করে যারা পূর্বে তার অনুসারী ছিল। তারা হাল্লাজের বেশ কিছু কু-কীর্তি ফাস করে দেয়। সে মানুষকে যেসব মিথ্যাচার, পাপাচার ও জাদু মন্ত্রের দিকে আহ্বান করতো তার সেগুলো বর্ণনা করে।

হাল্লাজের পুত্রবধুকেও হাজির করা হয়। সেও হাল্লাজের বহু সংখ্যক কু-কীর্তি ফাস করে। তার মধ্যে একটি হলো একবার সে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় হাল্লাজ তাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে। এ সময় সে হঠাৎ জেগে ওঠে। হাল্লাজ বলে, উঠে নামায পড়ে নাও। অথচ সে তার সাথে সঙ্গম করতে চাচ্ছিল।^(৩৩)

তাছাড়া হাল্লাজের সামনে তার মেয়ে উক্ত মহিলাকে হাল্লাজের উদ্দেশ্যে সাজদা করার আদেশ করে।^(৩৪) সে বলে, মানুষ আবার মানুষকে সাজাদা করে নাকি?

(৩৩) এই ঘটনা প্রমাণ করে এই ব্যক্তির চরিত্র খুবই নিম্ন মানের ছিল। আজ-জাহাবী এ বিষয়ক অন্য আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন,

صحب الحلاج عمرو بن عثمان، وسرق منه كتباً فيها شئ من علم التصوف، فدعا عليه عمرو اللهم اقطع يديه ورجليه

মানছুরে হাল্লাজ আমার ইবনে উছমান নামক একজন সূফীর নিকট কিছুকাল অবস্থান করে। সে তার নিকট থেকে কিছু বই চুরি করে যাতে তাসাউফ সম্পর্কে কিছু লেখা ছিল। একারণে আমার ইবনে উছমান তাকে বদ দোয়া দিয়ে বলে, তোর দু'হাত দু'পা যেনো কেটে ফেলা হয়। [সিয়ার]

(৩৪) বোঝা যাচ্ছে হাল্লাজের এই মেয়েও বাপ কা বেটি ছিল। তার আকীদা বিশ্বাসেও সমস্যা ছিল। হাল্লাজের এক পুত্র সম্পর্কেও এধরণের বদ আকীদা বর্ণিত আছে। ইবনে হাযার আসক্বালানী বর্ণনা করেন, হাল্লাজের ছেলে তার বাবার মতো অলৌকিক ক্ষমতা দাবী করতো। একবার সে আহওয়াজ এলাকার আমীরের নিকট গমণ করে বলে, আমি আপনার কাটা হাতটি ভাল করে দেবো আর আপনার খাদেমের নষ্ট চোখটি ভাল করে দেবো। তাছাড়া আমি আপনার চোখের সামনে পানির উপর দিয়ে হেটে যাবো। আমীর তার পাশে বসে থাকা একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে বললেন তুমি এর ব্যাপারে কি ফয়সালা দেবে? তিনি বললেন ওর ব্যাপারটি আমার উপর ছেড়ে দিন। আমীর তার উপর দায়িত্ব দিলে তিনি আমীরের লোকদের আদেশ করলেন উক্ত ব্যক্তির (হাল্লাজের ছেলের) হাত কেটে দেওয়ার জন্য এবং একটি চোখ ফুড়ে দেওয়ার জন্য। তারা তার হাত কেটে দিলো ও একটি চোখ ফুড়ে দিলো। তিনি বললেন এবার তোমার হাত ফিরিয়ে আনো এবং তোমার চোখ

হাল্লাজ বলে, হ্যা, আকাশে এক ইলাহ জমিনে এক ইলাহ। এরপর হাল্লাজ তাকে বলে এই বিছানাটির নিচ থেকে যা খুশি টাকা-পয়সা নিয়ে নাও। সে দেখলো বিছানাটির নিচে সত্যিই প্রচুর সংখ্যক টাকা-পয়সা ছড়ানো রয়েছে।

হাল্লাজ যখন হামিদ ইবনে আব্বাসের বাস ভবনে বন্দি ছিল তখন তার নিকট প্রসাদের খাদেমদের মধ্যে একজন খাবার প্লেট নিয়ে প্রবেশ করে দেখতে পেল হাল্লাজ (নিজের শরীর ফুলিয়ে) ছাদ থেকে মাটি পর্যন্ত পুরো ঘরটি ভর্তি করে ফেলেছে। এ অবস্থা দেখে সে ভীষণ ভয় পেয়ে যায় এবং তার হাতের খাবরের প্লেট ছুড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে আসে। এর পর সে কয়েকদিন রোগাক্রান্ত অবস্থায় কাটায়।

তাকে নিয়ে যেসব সভা-সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল তার মধ্যে সর্বশেষ বৈঠকে ক্বাজি আবু উমর মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফকে হাজির করা হয় এবং হাল্লাজকে নিয়ে আসা হয়। হাল্লাজের কোনো একজন অনুসারীর নিকট হতে হাল্লাজের লেখা একটি পত্রও হাজির করা হয়। তাতে লেখা ছিল, যে কেউ হজ্জ করতে চায় কিন্তু তা করতে সক্ষম হয় না তবে তার বাড়িতে সে একটি ঘর নির্মাণ করুক। ঘরটিতে যেনো কোনো প্রকার নাপাকী স্পর্শ না করে আর কেউ যেনো সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। যখন হজের সময় হয় তখন সে যেনো তিন দিন রোজা রাখে এবং যেভাবে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা হয় সেভাবে ঐ ঘর তওয়াফ করে। এর পর মক্কায় হাজীরা যা কিছু করে সে বাড়ি বসেই সেসব কাজ আদায় করবে। পরে ৩০ জন ইয়াতীমকে ডেকে এনে খাবার খাওয়াবে। নিজেই তাদের খেদমত করবে এবং একটি করে জামা পরিধান করাবে। তাদের প্রত্যেককে সাত দিরহাম করে দান করবে। যদি সে এমনটি করে তবে হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কেউ তিন দিন রোজা রাখে চতুর্থ দিন ছাড়া মাঝে কিছুই না খায় এবং চতুর্থ দিনে কিছু শাক পাতা আহার করে তবে এটা রমজানের রোজার পরিবর্তে আদায় হয়ে যাবে।

আর যদি কেউ রাতে দু'রাকাত নামায আদায় করে যা রাতের প্রথম থেকে শেষ

ভাল করো। পরে তিনি তাকে পানিতে ফেলে দিয়ে বললেন এবার পানিতে হেটে বড়োও। সে নদীতে ডুবে গেল। [লিসানুল মিয়ান]

পর্যন্ত দীর্ঘ হবে তবে এর পর আর কখনও তার নামায় পড়ার প্রয়োজন হবে না।

একইভাবে যদি কেউ শহিদদের কবরের নিকটে এবং কুরাইশদের কবরের নিকটে ১০ দিন ই'তেকাফ করে। সেখানে নামায় পড়ে ও দোয়া খায়ের করে এবং রোজা রাখার পর যব ও লবন দ্বারা ইফতার করে তবে তার বাকী জীবনে আর ইবাদতের প্রয়োজন নেই।

একথা শুনে ক্বাজি বললেন, তুমি এসব কোথায় পেয়েছো? সে বলল, হাছান আল-বাহরীর কিতাবুল ইখলাছে। ক্বাজী বললেন, ওহে হত্যার যোগ্য ব্যক্তি তুমি মিথ্যা বলছো আমি হাছান আল-বাহরীর কিতাবুল ইখলাছ শ্রবণ করেছি সেখানে এসব কিছুই নেই।

উজির তখন ক্বাজির নিকটে এসে বললেন, আপনি বলেছেন, “ওহে হত্যাযোগ্য ব্যক্তি” এই কথাটি আপনি এই কাগজে লিখে দেন। তিনি তাকে এটা লিখে দিতে বারবার অনুরোধ করেন এবং তার নিকট কালির দোয়াত এগিয়ে দেন ফলে তিনি উক্ত কাগজে এই ফতোয়াটি লিখে দেন। যে সব ওলামায়ে কিরাম সেখানে হাজির ছিলেন তারাও উক্ত কাগজে নিজ হাতে এই ফতোয়া লিখে দেন। উজির উক্ত কাগজটিকে খলিফা মুক্তাদিরের নিকট প্রেরণ করেন। হাফিজ তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলছিল আমার পিঠ সংরক্ষিত আমার রক্ত হারাম এমন কিছু করা তোমাদের জন্য বৈধ নয় যাতে এগুলো অরক্ষিত হয়ে যায়। আমি ইসলামে আক্বীদাতে বিশ্বাসী, আমার মাযহাব হলো সুন্নাত। আমি আবু বকর, উমর, উছমান, আলি, তলহা, যুবাইর, সা'দ, সাঈদ, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ইত্যাদি সাহাবায়ে কিরামকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। এসব আক্বীদা সম্পর্কে আমার বেশ কিছু কিতাব রয়েছে অতএব তোমরা আমার রক্ত ঝরানোর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। (৩৫)

(৩৫) আজ-জাহাবী বলেন,

قال ابن الوليد: كان المشايخ يستثقلون كلامه، وينالون منه لانه كان يأخذ نفسه بأشياء تخالف الشريعة، وطريقة الزهاد، وكان يدعي المحبة لله، ويظهر منه ما يخالف دعواه. قلت: ولا ريب أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علم لمحبة الله لقوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم)

ঐ সকল ওলামায়ে কিরাম তার এই কথার দিকে ভ্রক্ষেপ করেন নি। সে এসব কথা বলতে থাকে আর তার মাঝে ওলামায়ে কিরাম একের পর এক তাদের ফতোয়া লিখতে থাকেন। পরে উজির উক্ত কাগজটি খলিফা মুজাদির বিল্লাহর নিকট প্রেরণ করেন আর হাল্লাজকে কারাগারে ফিরিয়ে দেন।

খলিফার পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত আসতে তিন দিন দেরি হলে উজিরের মনে সন্দেহের উদ্বেক হয়। তিনি পুনরায় খলিফার নিকট লিখে পাঠান, হাল্লাজের বিষয়টি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে দু'জন আলেমও এ বিষয়ে দ্বিমত করেন নি। বহু সংখ্যক লোক তার কারণে বিভ্রান্ত হয়েছে। এর পর খলিফার পক্ষ থেকে উত্তর আসে যে হাল্লাজকে পুলিশ প্রধান মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুস সামাদের নিকট সপর্দ করো। সে যেনো তাকে এক হাজার বেত মারে যদি সে মারা যায় তবে তো ভাল আর যদি মারা না যায় তবে তার গর্দানে আঘাত করো। এ সিদ্ধান্ত শুনে উজির খুব খুশি হন তিনি পুলিশের প্রধানকে ডেকে হাল্লাজকে তার নিকট সপর্দ করেন। হাল্লাজকে পশ্চিম দিক থেকে পুলিশের থানায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য উজির নিজের কিছু চাকর-বাকর প্রেরণ করেন যাতে সে পালাতে না পারে।

এটা ঘটেছিল এই সালের জিল ক্ব'দ মসের ৬ দিন বাকী থাকতে মঙ্গলবার দিন রাতে ঈশার নামাযের পর। তাকে আসন বিশিষ্ট একটি গাধার পিঠে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তার চারিদিকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিদ্যমান ছিল। তারাও একই

ইবনে ওয়ালিদ বলেন, স্বয়ং তাসাউফের শায়েখগণই হাল্লাজের কথা অপছন্দ করতো এবং তাকে তিরস্কার করতো। সে মুখে আল্লাহর ভালবাসা দাবী করতো কিন্তু তার কথা-বার্তা ও আমল-আখলাক স্পষ্ট শরীয়তের বিপরীত ছিল। সূফীদের কর্মপন্থার সাথেও তার কর্মকাণ্ডের বৈপরিত্ব ছিল। (আজ-জাহাবী বলেন) আমি বলবো কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর প্রতি ভালবাসা প্রমাণ করতে হলে রসুলুল্লাহ (সঃ) কে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, “বলুন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাকো তবে আমার আনুগত্য করো তিনি তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গোনা ক্ষমা করবেন। [আলে ইমরান:৩২]

আজ-জাহাবী আরো বর্ণনা করেন, তাসাউফের শায়েখ জুনায়েদ বাগদাদী হাল্লাজের উদ্দেশ্যে বলেছেন সে ভান করে। [সিয়ার]

একারণে ওলামায়ে কিরাম তার কাকুতি-মিনতিকে গুরুত্ব না দিয়ে তার ব্যাপারে মৃত্যুদন্ডের রায় লিখে দিয়েছেন।

অবস্থায় ছিল।(গাধার পিঠে সওয়ার ছিল) ঐ রাতে সে পুলিশের কার্যালয়ে রাত্রি জাপন করে। উল্লেখ করা হয় যে, সে রাত সে নামায পড়ে কাটায় ও প্রচুর পরিমান দোয়া খায়ের করে। আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী বলেন, আমি আবু বকর আশ-শাশীকে বলতে শুনেছি আবুল হাদীদ বলেছেন যে দিন সকালে হালাজকে হত্যা করা হয় সেদিন রাতে সে দীর্ঘ সময় সলাত আদায় করে। রাতের শেষ ভাগে সে দাড়িয়ে যায় এবং একটি কাপড়ে নিজেকে ঢেকে নেয়। নিজের দু'হাত কিবলার দিকে বাড়িয়ে দেয়। এসময় সে স্মরণ রাখার মতো কিছু কথা বলে আমি তার মধ্যে যতটুকু স্মরণ রাখতে পেরেছি তা হলো-

এরপর তিনি একটি লম্বা দোয়া উল্লেখ করেন।

হালাজ যে ঘরে রাত কাটিয়েছিল সেখান থেকে যখন তাকে হত্যা করার জন্য বের করা হয় তখন সে আবৃত্তি করে,

طلبت المستقر بكل أرض * فلم أر لي بأرض مستقرا

وذقت من الزمان وذاق مني * وجدت مذاقه حلوا ومررا

أطعت مطامعي فاستعبدتني * ولو أنني قنعت لعشت حرا

আমি পৃথিবীতে মাথা গোজার ঠায় খুজেছি কিন্তু তা পায়নি

জীবনের স্বাদ আমি উপভোগ করেছি জীবনও আমাকে উপভোগ করেছে

আমি দেখেছি জীবনের স্বাদ যেমন মিষ্টি হয় তিতোও হয়।

আমি আমার কামনা-বাসনাকে অনুসরণ করেছি

ফলে তা আমার উপর প্রভু হয়ে বসেছে।

আমি যদি অল্পে তুষ্ট হতাম তবে স্বাধীন ভাবে বাচতে পারতাম।

কেউ কেউ বলেন, যখন তাকে শুলে চড়ানোর জন্য কাষ্ঠ খন্ডের নিকটে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সে কবিতাটি আবৃত্তি করে তবে প্রথম কথাটিই বেশি সঠিক।

তাকে যখন শুলে চড়ানোর জন্য নিয়ে আসা হয় সে গর্বভরে হাটছিল অথচ তার দু'পায়ে তেরোটি বেড়ি ছিল। সে দুলতে দুলতে এই কবিতা আবৃত্তি করছিল।

نديمي غير منسوب * إلى شئ من الحيف
سقاني مثل ما يشرب * ب فعل الضيف بالضيف
فلما دارت الكأس * دعا بالنطع والسيف
كذا من يشرب الكأس * مع التثنية في الصيف

আমার বন্ধু অবিচার করে নি

আমাকে মেহমানের মতো পাহানার করিয়েছে

পান পর্ব শেষ হলে আমাকে তরবারী ও বর্ষা দ্বারা আঘাত করেছে

যে গৃহ্ম কালে রান্ধসের সাথে বিশ্রাম করে তার অবস্থা এমনই হয়।

এরপর সে বলে, “যারা ঈমান আনে না তারা কিয়ামতের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে কিন্তু যারা ঈমানদার তারা কিয়ামত সম্পর্কে ভীত। তারা জানে যে, এটা ঠিক”।

[শুরা:১৮]

এরপর তাকে এক হাজার বেত মারা হয় এবং তার দুই হাত ও দুই পা কেটে দেওয়া হয়। এসব কিছু করা হচ্ছিল আর হাল্লাজ সম্পূর্ণ চুপ ছিল একটি কথাও উচ্চারণ করেনি তার গায়ের রংও পরিবর্তিত হয়নি। কেউ কেউ বলে প্রতিটি চাবুকের সাথে সাথেই সে বলে উঠছিল আহাদ, আহাদ (আল্লাহ এক আল্লাহ এক)।

আবু আব্দুর রহমান বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আলিকে বলতে শুনেছি তিনি ঈসা আল-কাস্‌সার কে বলতে শুনেছেন হাল্লাজ সর্ব শেষ যে কথাটি বলে তা হলো, এক আল্লাহর পক্ষে এতটুকুই যথেষ্ট যে একজন ব্যক্তি তাকে এক হিসাবে মেনে নেবে।

তাসাউফপন্থীদের মধ্যে যে কেউই এই কথাটি শোনে সে হাল্লাজের প্রতি নরম দিল হয়ে যায় এবং এই কথাটিকে পছন্দ করে।

সুলামী বলেন, আমি আবু বকর আল-মাহামিলীকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি শুনেছি আবুল ফাতিক আল-বাগদাদী যে হাল্লাজের অনুসারী ছিল সে বলেছে হাল্লাজের মৃত্যুর তিন দিন পর আমি স্বপ্নে দেখলাম যেনো আমি মহামহিম

আল্লাহর সামনে দাড়িয়ে আছি আমি বলছি হে রব হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজের খবর কি? তিনি বললেন, আমি তাকে একটি বিষয় শিক্ষা দিয়েছিলাম কিন্তু সে মানুষকে নিজের দিকে আহ্বান করতে শুরু করে তাই আমি তার উপর এই বিপদ অবতীর্ণ করেছি যা তুমি দেখেছো।

কেউ কেউ বলেন, বরং হাল্লাজ হত্যার সময় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায় এবং প্রচন্ড পরিমাণ কান্না-কাটি করে। আল্লাহই ভাল জানেন। (৩৬)

(৩৬) মৃত্যুর সময় হাল্লাজের অবস্থা কেমন ছিল সে বিষয়ে দু'রকম বর্ণনা রয়েছে। একটি বর্ণনায় এসেছে সে দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। এমনকি হাত পা কাটার সময়ও সে টু শব্দটিও করেনি তার চেহারার রঙও পরিবর্তিত হয়নি। অন্য বর্ণনায় এসেছে, বরং সে ভীষণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায় এবং কান্নাকাটি শুরু করে। প্রথম বর্ণনাটি কিছু নির্বোধ ব্যক্তিকে ধোঁকায় ফেলতে পারে। হাল্লাজের এই দৃঢ় মনোভাব ও সাহসিকতাকে তারা তার সত্যবাদিতার পক্ষে প্রমাণ হিসাবে মনে করতে পারে। আসলে বক্র চিন্তা-চেতনার লোকেরা সব সময় শরীয়তের স্পষ্ট নির্দেশের বিপরীতে সন্দেহ সংশয়কে প্রাধান্য দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে। এ বিষয়ে শরীয়তের নির্দেশনা খুবই স্পষ্ট। কুফরীর উপর অটল অবিচলভাবে টিকে থাকাটা শরীয়তের দৃষ্টিতে মোটেও প্রসংশার যোগ্য নয়। নিহত হওয়ার সময় দৃঢ়তা প্রদর্শন করলেই প্রমানিত হয় না যে উক্ত ব্যক্তি হকের উপর রয়েছে।

সহীহ বুখারীর একটি বর্ণনাতে এসেছে, রসুলুল্লাহ (ﷺ) দুজন ইহাছদী নর-নারীকে জিনা করার অপরাধে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করার আদেশ দেন। ফলে তাদের রজম করা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন,

فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجُنُّ عَلَى الْمَرْأَةِ يَفِيهَا الْحِجَارَةَ

আমি দেখলাম ছেলেটি মেয়েটিকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেই তার দিকে ঝুকিয়ে দিচ্ছে। [সহীহ বুখারী]

আহযাবের যুদ্ধের পর রসুলুল্লাহ (ﷺ) বনু কুরাইজার সমস্ত পুরুষদের হত্যা করতে আদেশ করেন। তাদের মধ্যে একটি মহিলাকেও হত্যা করার আদেশ দেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

إِنَّمَا لَعْنَتِي تُحَدِّثُ تَضْحُكَ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ رِجَالَهُمْ بِالسَّيُوفِ، إِذْ هَتَفَ هَاتِفٌ بِاسْمِهَا أَيْنَ فَلَانَةُ؟ قَالَتْ: أَنَا. قُلْتُ: وَمَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: حَدَّثَ أَخِي أَنَّهُ قَدْ أُخِذَتْ. قَالَتْ: رَفَأَ نَاطِقِي بِهَا فَضَرَبَتْ عُنُقَهَا. فَمَا أُنْسَى عَجَبًا مِنْهَا أَنَّهَا تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا تُقْتَلُ

উক্ত মহিলাটি আমার নিকট ছিল। সে কথা বলছিল আর অবলিলায় হাসছিল। এদিকে রসুলুল্লাহ (ﷺ) তখন তাদের পুরুষদের হত্যা করছিলেন। হঠাৎ একজন তার নাম ঘোষণা করে বলে অমুক কোথায়? সে বলে, এই তো আমি। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, তোমার কি হয়েছে? সে

বলল, আমি একটি অপরাধ করেছি (আমাকে হত্যা করা হবে)। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি উক্ত মহিলার অবাক কান্ড আজও ভুলতে পারিনি। সে জানতো তাকে হত্যা করা হবে তবু সে অন্তরের অন্তর স্থল থেকে হাসছিল। [আবু দাউদ]

বনু কুরাইজার ব্যাপারে আর একটি চমকপ্রদ ঘটনা সীরাতে গ্রন্থসমূহতে উল্লেখিত আছে। বনু কুরাইজার যুবাইর নামক একজন ইয়াহুদীর সাথে ছাবিত নামে এক আনছার সাহাবীর সম্পর্ক ছিল। বনু কুরাইজার লোকদের যখন হত্যার আদেশ দেওয়া হলো তখন উক্ত আনসার সাহাবী রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট সুপারিশ করে ঐ ইয়াহুদীর প্রাণ রক্ষা করে। উক্ত ইয়াহুদী বলে, আমার স্ত্রী সন্তানদের প্রাণ না বাঁচলে আমি বেঁচে থেকে কি করবো? উক্ত সাহাবী পুনরায় সুপারিশ করে তার স্ত্রী সন্তানদের ফিরিয়ে আনেন। উক্ত ইয়াহুদী বলে, আমার সম্পদগুলো ছাড়া আমার বেঁচে থাকার উপায় কি? উক্ত সাহাবী রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট সুপারিশ করে তার সম্পদও ফিরিয়ে দেন। শেষে সে বলে, আমার নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব এবং অমুক অমুকের কি অবস্থা? উক্ত সাহাবী বলেন, তাদের হত্যা করা হয়েছে। সে বলে তাহলে আমার বেচে থেকে লাভ কি? আমাকে আমার বন্ধুদের নিকট পাঠিয়ে দাও। ফলে তাকে হত্যা করা হয়। এভাবে আহাল-পরিবার ও সম্পদ ফেরত পাওয়ার পর দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করে নিজের জাতি ও নেতৃবর্গের জন্য ঐ ইয়াহুদী স্বেচ্ছায় প্রাণ দেয়। এ ঘটনা শুনে আমরা কিছটা অবাক হতে পারি তবে এর কারণে কখনও মনে করা যাবে না যে, উক্ত ইয়াহুদী হকের উপর ছিল। [নাউযু বিল্লাহ]

হযরত আবু বকরের নিকট যখন ঐ ব্যক্তির ঘটনা বলা হলো যে, সে বলেছে আমাকে আমার বন্ধুদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দাও। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম সে তাদের সাথে চিরস্থায়ী জাহান্নামে মিলিত হবে। [ইবনে হিশাম]

আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কথা এমনই হয়ে থাকে কাউকে দৃঢ়তা ও বীরত্ব প্রদর্শন করতে দেখলেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া মুসলিমদের অভ্যাস নয় বরং দেখতে হবে সে হকের উপর বীরত্ব প্রদর্শন করছে না কি বাতিলের উপর। যদি তার বীরত্ব বাতিলের উপর হয়ে থাকে তবে সেটা কখনও প্রসংশিত হতে হতে পারে না।

সীরাতে ইবনে হিশামে বদরের যুদ্ধের কাহিনী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, মুসলিমরা যখন বদরের প্রান্তরের কুপ দখল করে নেয় তখন আসওয়াদ নামে এক কাফির কসম করে বলে, আমি ওদের কুপ থেকে পানি পান করবো অথবা নিহত হবো। পরে সে সেদিকে রওয়ানা হলে হামযা (রাঃ) তার উপর হামলা করে তার পা কেটে দেন। সে নিজের কথা বাস্তবায়িত করার জন্য রক্তাক্ত শরীরে হামাণ্ডি দিয়ে পানির কুপের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এমনকি কুপে লাফিয়ে পড়ে। হামযা (রাঃ) তাকে কুপের ভিতর হত্যা করেন।

অতএব মানছুরে হান্নাজ যদি হত্যার সময় দৃঢ়তা প্রদর্শন করে থাকে তবে ইসলামের দৃষ্টিতে তার ঐ দৃঢ়তার কোনো মূল্য নেই যেহেতু সে কুফরীর উপর টিকে থেকে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছে। অতএব এর কারণে ঘোঁকায় পড়ার কোনো কারণ নেই। বরং আমরা আবু বকর (রাঃ) এর মতো

খতীব বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ বলেন আবু উমর আমাদের বলেছেন যখন হাল্লাজকে হত্যার জন্য বের করা হয় তখন আমি অন্যান্য মানুষের সাথে তার পিছে চলতে লাগলাম। আমি মানুষের ভিড় ঠেলতে ঠেলতে হাল্লাজের নিকবতী হলাম। সে তখন তার অনুসারীদের বলছিল, তোমরা মোটেও চিন্তিত হয়োনা আমি (মৃত্যুর) ৩০ দিন পর তোমাদের নিকট ফিরে আসবো। এরপর তাকে হত্যা করা হয় কিন্তু সে আর ফিরে আসে নি। (৩৭)

খতীব আরো বর্ণনা করেন যখন তাকে প্রহার করা হচ্ছিল তখন সে পুলিশ প্রধান মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুস সামাদ কে বলে, আমাকে তোমার নিকট ডেকে পাঠাও আমি তোমাকে এমন একটি উপদেশ দেবো যা কনস্টান্টিপল বিজয় করা অপেক্ষা মূল্যবান। সে হাল্লাজকে বলে, আমাকে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তুমি (প্রহার থেকে বাচার জন্য) এমন টাল-বাহানা করবে। কিন্তু প্রহার থেকে বাচার কোনো পথ নেই।

এর পর তার দুই হাত ও দুই পা কেটে ফেলা হয় আর তার মাথা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং তার শরীর পুড়িয়ে ফেলে সে ছায় দজলায় (নদী) নিক্ষেপ করা হয়। সেদিন তার মাথা বাগদাদে সেতুর উপর টাঙিয়ে রাখা হয় এরপর সেটা খুরাসানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন প্রান্তে সেটা ঘুরানো হয়। হাল্লাজের অনুসারীরা ৩০ দিন পর সে ফিরে আসবে এমন মনে করে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে

বলবো, “সে বীরত্বের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে”। যেমনটি কাফিরদের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন,

فما اصبرهم علي النار

জাহান্নামের আগুণে ঝাপিয়ে পড়ার ব্যাপারে এরা কতো দৃঢ় !! [বাকারা/১৭৫]

(৩৭) আজ-জাহাবী বলেন,

هذه حكاية صحيحة توضح أنه ممزق حتى عند القتل

হাল্লাজ যে মৃত্যুর পর ফিরে আসার দাবী করেছে এই কথা সত্য। এটা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, সে একজন পেশাদার প্রতারণা। এমন কি মৃত্যুর সময়ও মানুষকে আজগুबी কথা বলে প্রতারিত করার চেষ্টা করেছে। [তা’রীখ]

ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেন (اسنادها صحيح) “এই বর্ণনার সনদ সহীহ”। [লিসানুল মিয়ান]

থাকে।

তাদের কেউ কেউ এমন দাবী করেছে যে সে ঐ দিনের শেষ ভাগে হাল্লাজকে দেখেছে। সে একটি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে নহরাওয়ানের দিকে যাচ্ছিল। সে তার উদ্দেশ্যে বলে তুমি সম্ভবত তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যারা মনে করেছে যাকে প্রহার করা হয়েছে এবং হত্যা করা হয়েছে আমিই সে। আমি সে নই। আসলে আমার মতো আরেকজনকে পাকড়াও করে তার সাথে এসব আচরণ করা হয়েছে যা তোমরা দেখেছো। হাল্লাজের অনুসারীরা মুর্থ ছিল। তারা বলতো আসলে (হাল্লাজের রূপ ধরে) হাল্লাজের কোনো একজন শত্রু নিহত হয়েছে।

উক্ত ঘটনা (৩০ দিন পর হাল্লাজ প্রকাশিত হওয়ার ঘটনা) ঐ সময়ের কোনো একজন আলেমকে শোনানো হলে তিনি বলেন যদি এটা সত্যিই হয়ে থাকে তবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে শয়তান হাল্লাজের রূপ ধরে প্রকাশিত হয়েছে। যেভাবে খৃষ্টান সম্প্রদায় ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তির মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

খতীব বলেন, সে বছর দজলা নদী বেশ ফুলে ফেপে ওঠে।^(৩৮) মানুষ বলে হাল্লাজের লাশের ছায় পানিতে মিশে যাওয়ার কারণে এমনটি হয়েছে। এ বিষয়ে মানুষ পূর্ব যুগ হতে এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন রকম ভিত্তিহীন গুজব রটিয়ে থাকে।^(৩৯)

^(৩৮) দজলার পানি ফুলে ফেপে ওঠার ঘটনা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই যে, এটা হাল্লাজের কারণে হয়েছে। এটা কোনো প্রাকৃতিক কারণ হবে। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, হাল্লাজের লাশের ছায় পানিতে ফেলার কারণে পানি ফুলে ফেপে উঠেছে তবু এর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, হাল্লাজের লাশের দুর্গন্ধ ছায় পানিতে ফেলার কারণে পানি নাখোশ হয়েছে তাই রাগে ফুলে উঠেছে। আবার এমনও হতে পারে যে, হাল্লাজের মৃত্যুতে আনন্দিত হওয়ার কারণে পানি ফুলে ফেপে উঠেছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের ঈমানকে পরীক্ষা করার জন্যই এমন ঘটনা ঘটেছে। যারা এ ঘটনা দর্শন করে একজন মুরতাদ কাফিরের পক্ষাবলম্বন করবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর যারা এ ঘটনার কারণে নিজেদের ঈমানী চেতনা হতে সামন্যও বিচ্যুত হবে না বরং ঘটনাটির শরীয়ত সম্মত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করবে তারাই সফলকাম হবে। যেমন সফলকাম হবে দাজ্জালের আজগুবী কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করার পরও যারা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন না করে ঈমানের উপর টিকে থাকবে।

^(৩৯) আমাদের দেশের পীরপন্থী বক্তাদের মুখেও বিভিন্ন প্রকার গুজব শোনা যায়। যেমন, হাল্লাজের হাত-পা কেটে ফেলার পর সেগুলো আনাল হক্ক আনাল হক্ক যিকির করছিল, হাল্লাজের লাশ পুড়িয়ে

বাগদাদে ঘোষণা করা হয় যে, হাল্লাজের লেখা কোনো বই বেচা-কেনা করা যাবে না।

তাকে হত্যা করা হয়েছিল মঙ্গলবার, ৩০৯ হিজরীর জ্বিল রুদ মাসের ৬ দিন বাকী থাকতে।

ইবনে খালকান তার ওফায়াত নামক কিতাবে হাল্লাজের কাহিনী এবং সে সম্পর্কে মানুষের মতপার্থক্য বর্ণনা করেছেন। তিনি এও বর্ণনা করেন যে, গাজ্জালী তার মিশকাতুল আনওয়ার নামক কিতাবে হাল্লাজের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলোর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

এরপর ইবনে খালকান ইমামুল হারামাইন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হাল্লাজের নিন্দা করতেন। তিনি বলতেন হাল্লাজ, জুনাবী এবং ইবনে মুকফী এই

তার ছায় দজলা নদীতে ফেলে দেওয়ার পর আকাশে বাতাসে আনাল হক্ক, আনাল হক্ক যিকির শুরু হয়েছিল ইত্যাদি। এসবই ভিত্তিহীন কেচ্ছা কাহিনী। এর মধ্যে একটি বর্ণনা এমনও রয়েছে যে, হাল্লাজের শরীরের রক্ত যখন মাটিতে পড়ছিল তখন সেগুলো দ্বারা মাটিতে আল্লাহর নাম লিখিত হচ্ছিল। ইমাম জাহাবী বলেন,

وقيل: إن يده لما قطعت كتب الدم على الأرض: الله الله وليس ذلك بصحيح

কেউ কেউ বলে থাকে হাল্লাজের হাত কাটার পর তার রক্ত দ্বারা মাটিতে আল্লাহ লিখিত হয়ে যাচ্ছিল এ বর্ণনা সहीহ নয়। [তা'রীখ]

বস্তুত এ ধরনের কাহিনী যারা তৈরী করে তারা নির্বোধ প্রকৃতির লোক হয় বিধায় কাহিনীর মধ্যে কিছু ফাক থেকে যায়। এ কাহিনীর উপর স্বাভাবিক আপত্তি হলো ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমতে রক্ত নাপাক হিসাবে গণ্য আর নাপাক জিসিন দ্বারা আল্লাহর নাম লিখিত হওয়াটা কখনও কারামত হতে পারে না। আসলে এসব কাহিনী বর্ণনা করার মাধ্যমে কিছু নির্বোধ লোক অন্য কিছু নির্বোধ লোককে পথভ্রষ্ট করে থাকে।

আজ-জাহাবী বলেন,

وقد تستر به طائفة من ذوي الضلال والانحلال، وانتحلوه وروجوا به على الجهال، نسأل الله العصمة في الدين

পথভ্রষ্ট ও বিকৃত চিন্তাধারার লোকেরা হাল্লাজকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। তারা তার আকীদা বিশ্বাস অনুসরণ করে এবং মুর্থ লোকদের মাঝে তার প্রচার-প্রসার করে। আল্লাহ আমাদের দ্বীন-ঈমানকে হেফাজত করুন। [সিয়ারু আল'লামিন নুবালা]

তিনজন ব্যক্তি একমত হয়ে মানুষের আকীদা বিনষ্ট করতে চেয়েছে। এ উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন এলাকাতে ছড়িয়ে পড়েছে। জুনাবী হিজর ও বাহরাইনে, ইবনে মুফকী তুরকী এলাকাতে আর হাল্লাজ ইরাকে। ইরাকের লোকজন (জ্ঞানী হওয়ার কারণে) বাতিল মতবাদে প্রতারিত হয়নি ফলে হাল্লাজ ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে।

ইবনে খলকান বলেন, এ কথা^(৪০) সঠিক নয় যেহেতু ইবনে মুফকী হাল্লাজের বহু পূর্বে সাফফা ও মানসুরের সময়কার লোক। সে ২৪৫ হিজরীতে বা তার পূর্বে মারা গেছে।

(ইবনে কাছির এর জবাবে বলেন) সম্ভবত ইমামুল হারামাইনের উদ্দেশ্য হলো, খুরাসানের ইনবে মুফকী যে নিজেকে রব দাবী করেছিল। সে দীর্ঘায়ু পেয়েছিল। তার নাম আতা। সে ৩৬০ হিজরীতে বিষপান করে আত্মহত্যা করে।

ঐ তিন জনের পক্ষে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য একই সময়ে একত্রিত হওয়া সম্ভব নয় যেমনটি তিনি বলেছেন। সেক্ষেত্রে এখানে তিন জন বলতে উদ্দেশ্য হলো, হুছাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ যেমনটি তিনি উল্লেখ করেছেন, ইবনে সাময়ানী অর্থাৎ আবু জা'ফার এবং আবু তাহির সুলাইমান ইবনে আবি সাইদ ইবনে বাহরাম আল-জুনাবী যে করামিতা সম্প্রদায়ের লোক ছিল। সে হাজিদের হত্যা করেছিল এবং হাজরে আসওয়াদ চুরি করেছিল, জমজম কুপ মাটি দ্বারা ভরাট করে দিয়েছিল, এবং কা'বা শরীফের গেলাফ ছিনিয়ে নিয়েছিল। এই তিন জন একই সময়ে একত্রিত হতে পারে যেমনটি আমি তাদের জীবনী প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আর ইবনে খলকান সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।

ইবনে কাছীরের বিদায়া ওয়ান নিহাইয়ার বর্ণনা এখানেই শেষ।

(৪০) এখানে ইবনে খলকান ইমামুল হারামাইনের কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনার ভুল-ত্রুটি উল্লেখ করেছেন ইবনে কাছীর তার জওয়াব দিয়েছেন।

এটা এই গ্রন্থের বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় যেহেতু এতটুকু স্পষ্ট যে, ইমামুল হারামাইন হাল্লাজকে নিন্দা করেছেন এবং তাকে মানুষের আকীদা বিনষ্ট করার দোষে দুষ্ট করেছেন। হাল্লাজের সাথে তিনি আর যাদের নাম বলেছেন তাদের জন্ম মৃত্যুর হিসাব নিকাশে ভুল ত্রুটি হলে সেটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

উপসংহার

উপরে বর্ণিত মানচুরে হাল্লাজের জীবনচিহ্নের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করলে দেখা যাবে মানুষকে বোকা বানানো এবং নিজের দিকে আকৃষ্ট করার যাবতীয় ছল-চাতুরী তার জানা ছিল। সাধারণ বুদ্ধির কেউ তার সংস্পর্শে এলে সে তার উপর প্রভাব বিস্তার করতো। একারণে তাকে একই কারাগারে বেশিদিন রাখা হয়নি। নাছুর নাম একজন ব্যক্তির বাসায় তাকে রাখা হলে সে তার মগজ ধোলায় করতে সক্ষম হয় ফলে হাল্লাজকে খলিফা মুক্তাদির বিল্লাহ এর নিকট আসা যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। একবার খলিফা মুক্তাদির বিল্লাহ অসুস্থ অনুভব করলে হাল্লাজ তাখে ঝাড়ফুক করে। ঘটনাচক্রে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। খলিফার মা একবার অসুস্থতা অনুভব করলে হাল্লাজ তাকে ঝাড়ফুক দেয়। এরপর তিনিও সুস্থ হয়ে ওঠেন। এভাবে হাল্লাজ এমনকি স্বয়ং খলিফার ও তার আম্মাজানকে প্রভাবিত করে ফেলে। একারণে হাল্লাজের মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে খলিফা কিছুটা বিলম্ব করছিলেন। অবশ্য উজির হামিদ ইবনে আব্বাসের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে খলিফা অবশেষে তার মৃত্যুদণ্ডদেশ দিতে সম্মত হন।

ওলামায়ে কিরামের ভাষায়:

وكان يدعو كل قوم إلى شئ حسب ما يستبيله طائفة طائفة

যে ব্যক্তিকে যেভাবে বোকা বানানো যায় তার ক্ষেত্রে হাল্লাজ সে ধরনের পন্থা অবলম্বন করতো।

[আজ-জাহাবী, খতীবে বাগদাদী, ইবনে হাযার প্রমুখ]

যেসব কৌশলের মাধ্যমে হাল্লাজ মানুষকে বোকা বানাতো সেগুলো হলো;

১. সুমিষ্ট ভাষা ও সুন্দর আচরন। ইবনে কাছীর বলেন, (كان حلو المنطق) “হাল্লাজ সুমিষ্ট ভাষার অধিকারী ছিল” আজ-জাহাবী বলেন, (وكان حسن) “হাল্লাজের ব্যবহার সুন্দর ছিল”। হাল্লাজের বেশ কিছু সুন্দর উপদেশও রয়েছে যেমন, “তোমার নাফসকে ভাল কাজে ব্যস্ত রাখো তা না হলে সে তোমাকে খারাপ কাজে ব্যস্ত রাখবে” তাছাড়া সে জ্ঞানের মূল বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে, (اتباع التنزيل واجتناب التحويل) “কুরআন মেনে চলা আর বিকৃতি পরিহার করা” ইবনে কাছীর বলেন, সে একথা বলেছে

কিন্তু নিজেই তার উপর টিকে থাকতে পারিনি যেহেতু সে কুরআন অনুসরণ করে চলিনি বরং বিকৃত মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়েছে। আব্দুর রহমান জাওজী বলেন, কদাচিৎ হাল্লাজের মুখ থেকে কিছু ভাল কথা নির্গত হতো কিন্তু শেষ-মেষ সে এর সাথে এমন কথা জুড়ে দিতো যা সম্পূর্ণ অবৈধ। [সিয়ার]

২. লোক দেখানো আমল। ইবনে কাছীর বলেন, হাল্লাজ যথেষ্ট কষ্ট মুজাহাদা করতো। সে ইচ্ছাকৃতভাবে রোদে বসে থাকতো ছায়ায় গমণ করতো না এমনকি তার শরীর বেয়ে দরদর করে ঘাম নির্গত হতো। একইভাবে সে সারা বছর রোজা রাখতো এবং ঈশার সময় সামান্য কিছু খাবার ও পানি পান করতো আগামী দিন পর্যন্ত এছাড়া কোনো খাদ্য গ্রহণ করতো না। এমনকি মৃত্যুর রাতে সে ১৩ টি বেড়ি পরিহিত অবস্থায় দিনে রাতে এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতো। এটা ছিল তার বাইরের দিক। মানুষের সম্মুখে সে এই ধরনের ইবাদতগুজারী প্রদর্শন করতো কিন্তু একাকী অবস্থায় সে ভীষণ খারাপ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতো। ইবনে কাছীর বর্ণনা করেন হাল্লাজের পুত্র বধু বর্ণনা করেছে যে, হাল্লাজ একবার ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে জড়িয়ে ধরে শ্লীলতাহানী করতে চেয়েছিল কিন্তু সে চেতন হয়ে যায়। সে একজন মানুষকে প্রথমে মিষ্টি কথা ও সুন্দর আচরণের মাধ্যমে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতো। পরবর্তীতে যখন বুঝতে পারতো এই ব্যক্তি তার প্রতি আস্থা রাখতে শুরু করেছে তখন তার সামনে নিজেকে ইলাহ দাবী করে বসতো এবং তাকে নিজের ইবাদতের দিকে আহ্বান করতো।

৩. বিভিন্ন প্রকার ভেক্কীবাজী যা সে কারামত হিসাবে চালানোর চেষ্টা করতো। এই সকল ভেক্কীবাজীর একটি বিরাট অংশ ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট যেমনটি ঐ ব্যক্তির কাহিনীতে আমরা দেখেছি যে অন্ধ হয়ে যাওয়ার ভান করেছিল। এ ছাড়া অন্যান্য অনেক ধোঁকাবাজী ও প্রতারণার কাহিনী বর্ণিত আছে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এছাড়া জ্বিনদের সহযোগিতা ও জাদু মন্ত্রের মাধ্যমেও সে কিছু ভেক্কিবাজী প্রদর্শন করতো। ইবনে কাছীর বলেন, সহীহ সূত্রে প্রমানিত আছে যে, সে ভারতে

গমণ করে জাদু শিক্ষা করেছিল। হাল্লাজ রসায়ন শাস্ত্রে দক্ষ ছিল। এটা সম্ভব যে, সে রাসায়নিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তার ভেঙ্কিবাজীর একটি অংশ প্রদর্শন করতো।

উল্লেখিত বিষয়াবলীর কারণে সাধারণ লোক-জন হাল্লাজের প্রতি ব্যপকভাবে আকৃষ্ট হতো এবং তারা তাকে বড় মাপের বুয়ুর্গ এমনকি নবী বা ইলাহ হিসাবে মনে করতো। এভাবে অজ্ঞতার কারণে এই সকল হতোভাগারা নিজেদের দ্বীন ঈমান বিসর্জন দিয়ে জাহান্নামে নিপতিত হয়েছিল। হাল্লাজ স্বীয় ভেঙ্কিবাজীর মাধ্যমে সাধারণ লোকদের মধ্যে বিপুল পরিমাণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল ঠিকই কিন্তু যাদের জ্ঞান আছে তারা তার কারামতীতে প্রতারিত হয়নি। যেসব এলাকাতে জ্ঞানের প্রচার প্রসার কম ছিল সেখানে তার বিস্তারও বেশি ছিল কিন্তু সে বাগদাদে এসে ধরা খেয়ে যায় ইমামুল হারামাইন আবুল মায়ালীর ভাষায় (لعدم انخدا ع أهل العراق بالباطل) “যেহেতু ইরাকের লোকেরা (তাদের জ্ঞানের কারণে) ভ্রান্ত মতবাদে সহজে প্রতারিত হয়নি। বাগদাদের সকল ওলামায়ে কিরাম একমত হয়ে ইজমার মাধ্যমে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

যেসব ধোঁকাবাজীর মাধ্যমে হাল্লাজ মানুষকে পথভ্রষ্ট করতো আলেমদের নিকট সেগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা জানা ছিল। তারা শরীয়তের মূলনীতির আলোকে সেগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন তাই সেগুলোর স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছেন।

যেসব সন্দেহ ও সংশয়ের কারণে কিছু লোক হাল্লাজের ব্যাপারে ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে শরীয়তের মূলনীতির আলোকে খুব সহজেই সেগুলোর মূলোৎপাটন করা সম্ভব। যারা মানছুরে হাল্লাজের পক্ষাবলম্বন করে তর্ক-বিতর্ক করে এবং বিভিন্ন আকার-আকৃতির যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করে তাদের দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১. মুর্থ ও নির্বোধ প্রকৃতির লোক যাদের দ্বীন বা দুনিয়া কোনো ব্যাপারেই বিশেষ কিছু জানা নেই। বর্তমান সমাজের ফকীর তত্ত্বের লোকেরা এই পর্যায়ে পড়ে।
২. কুরআন-হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এমন লোক তথা তাসাউফপন্থী আলেম ওলামাবৃন্দ।

উপরে বর্ণিত দুটি প্রকারের লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে হাঙ্কাজের পক্ষে যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করে থাকে। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা বলে, ওলী-আওলিয়া ও পীর-বুয়ুর্গদের ব্যাপারে শিরক-কুফর, জায়েজ না জায়েজ এক কথায় শরীয়তের কোনো বিধানই প্রযোজ্য নয়। যেহেতু তাদের মাকাম (মর্যাদা) অনেক উপরে। তাই শরীয়তের দলিল প্রমাণের আলোকে তাদের কর্মকাণ্ডকে বিচার করতে যাওয়াটাও একপ্রকার অন্যায় ও অবিচার।

এই সব নির্বোধ লোকদের কথা খন্ডায়ন করার জন্য লম্বা আলোচনা একাবারেই নিষ্প্রয়োজন তবু আমরা এবিষয়ে শরীয়তের কয়েকটি মূলনীতি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই;

ক. কুরআন-হাদীসের আলোকে ওলামায়ে কিরামের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত হলো একজন ব্যক্তির আচার আচরণ যতই সুন্দর ও মিষ্টি হোক এবং সে যত বেশিই ভাল আমল করুক যদি তার কথা বা কাজে কোনো স্পষ্ট কুফরী পাওয়া যায়। তবে তাকে কাফির হিসাবে গণ্য করা হবে। তার সকল ভাল আমল বিনষ্ট হবে। সে চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হবে। এমনকি শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) কে উদ্দেশ্য কর বলা হয়েছে,

{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: ৬৫]

তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্বের সকল নবী-রাসুলের প্রতি এই ওহী করা হয়েছে যে, যদি তুমি শিরক করো তবে তোমার আমল নষ্ট হবে। আর তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। [বুমার/৬৫]

সূরা আনয়ামের ভিতর, ১৮ জন নবীর নাম উল্লেখের পর আল্লাহ বলেন,

{وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: ৮৮]

যদি এরা শিরক করতো তবে এদের সকল আমল বিনষ্ট হতো।

[আনয়াম/৮৮]

এছাড়া সকল মানুষের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [المائدة: ৫]

যে কেউ ঈমান না এনে কুফরী করে তার আমল নষ্ট হবে আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। [মায়দা/৫]

সুতরাং এ বিষয়ে ইজমার মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত হলো কোনো নেককার ব্যক্তি বা ওলী বুযুর্গ শিরক-কুফরে লিপ্ত হলে তার অন্যান্য আমলের বরকতে বা তার সম্মানের ফজিলতে শিরক কুফর ক্ষমা হয়ে যাবে না বরং শিরক-কুফরে লিপ্ত হওয়ার কারণে তার বুযুর্গী নষ্ট হবে এবং সে কাফিরে পরিনত হয়ে চিরকাল জাহান্নামবাসী হবে।

খ. রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানব-দানব (জ্বিন) পৃথিবীতে আসবে প্রত্যেকের উপর মুহাম্মাদী শরীয়ত মেনে চলা ফরজ হবে। যত বড় সম্মানিত ওলী বা কারামত ওয়ালা বুযুর্গই হোক তাকে শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর শরীয়ত মেনে চলতে হবে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, (وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسَّعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي) “যদি মুসা বেচে থাকতো তবে আমার আনুগত্য করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় থাকতো না।” [বায়হাকী] আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

{ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا } [الأعراف: ১৫৮]

আপনি বলুন হে মানব সকল আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুল হিসাবে এসেছি। [আ'রাফ/১৫৮]

সুতরাং একজন ব্যক্তি বড় ওলী বিধায় তার কার্যকলাপ রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর শরীয়ত দ্বারা বিচার করা যাবে না এই আকীদা সঠিক নয়। যে এমন কথা বলে, আরেকজন কাফিরকে বাচাতে গিয়ে সে নিজেই কাফিরে পরিনত হয়। অনেকে এখানে মুসা (আঃ) ও খিজির (আঃ) এর ঘটনা উল্লেখ করে থাকে। এরা আসলে সন্দেহ সংশয়কে প্রাধান্য দিয়ে শরীয়তের স্পষ্ট মূলনীতিকে অস্বীকার করতে চায়। ওলামায়ে কিরাম খিজির (আঃ) এর ঘটনার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারা বলেছেন, রসুলুল্লাহ (ﷺ) আবির্ভাবের পূর্বে একই যুগে একাধিক নবী-রাসুল আগমণ করতেন। তাদের একজনের শরীয়ত আরেকজনের চেয়ে ভিন্ন হতো। এমন হতে পারে যে খিজির (আঃ) নিজেই নবী ছিলেন বা মুসা (আঃ) ছাড়া অন্য কোনো নবী তখন ছিলেন খিজির (আঃ) তার উম্মত ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন খিজির

(আঃ) আসলে ছিলেন ফেরেস্তা [ইমাম নাবী, শারহে মুসলিম] অতএব তিনি কোনো নবীর শরীয়তের অধীন ছিলেন না। বর্তমানে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর শরীয়ত বিশ্ববাসীর উপর অবশ্যপালনীয়। তা থেকে সামান্য বিচ্ছূত হওয়ার সুযোগ নেই। অতএব রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর শরীয়তের অবমাননা করে বা অমান্য করে কেউ আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারবে না।

গ. কোরআন-হাদীস ও উম্মতের ইজমার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত যে, কোনো ব্যক্তি অতি আশ্চর্য ও অলৌকিক কিছু কার্যকলাপ প্রদর্শন করলেই সে ওলী বা বুয়ুর্গ প্রমাণিত হয় না। কে ওলী কে শয়তান এটা বুঝতে হলে মানুষের আমলের দিকে লক্ষ্য করতে হবে। যার আমল-আখলাক শরীয়তের সাথে মেলে ইনশাআল্লাহ সে আল্লাহর ওলী যদিও সারা জীবন তার মাধ্যমে কোনো কারামত প্রকাশ না পায় অপরদিকে যার আমল-আখলাক শরীয়তের সাথে মেলে না সন্দেহ নেই যে সে শয়তান যদিও সে আকাশে উড়ে বেড়ায় বা পানিতে ভেসে বেড়ায়।

যারা হাল্লাজের ভেঙ্কিবাজী দেখে প্রতারিত হয়ে যায় এবং তার সকল অপকর্মকে উপেক্ষা করে তাকে ওলী বলে মেনে নেয় তারা দাজ্জাল আসলে কি করবে? একহাতে জান্নাত একহাতে জাহান্নাম নিয়ে আগমন করা, নির্দেশ দেওয়া মাত্র আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া, মৃতকে জীবিত করা এই সব কারামত দেখে তো তাদের তাক-ভেঙ্কী লেগে যাবে। আমার তো মনে হয় দাজ্জালের সর্বপ্রথম মুরীদ হবে এই সব তাসাউফপন্থীরা যারা হাল্লাজের ভেঙ্কিবাজী দেখে প্রতারিত হয়েছে এবং তার মুরীদ হয়েছে।

এটা গেল মুখ্য শ্রেণীর লোকদের যুক্তি-প্রমাণ যা তারা হাল্লাজের কুফরী কর্মকাণ্ডের পক্ষে পেশ করে থাকে। উপরোক্ত মূলনীতিসমূহের আলোকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, এই সকল যুক্তিতে হাল্লাজের মুক্তি হবে না বরং এগুলো আরো কিছু কুফরী কালাম যার মাধ্যমে ঐ সকল নির্বোধ তর্কবাগীশরা কাফিরে পরিনত হয় যারা হাল্লাজের পক্ষে তর্ক-বিতর্ক করে।

এখন আমরা দেখবো তাসাউফপন্থী কিছু আলেম শ্রেণীর লোক কোন যুক্তিতে হাল্লাজের পক্ষাবলম্বন করে। এই সকল আলেমরা এটা স্বীকার করে যে, রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর শরীয়ত সকল মানব ও জ্বিন মেনে চলতে বাধ্য। সে ওলী-বুয়ুর্গ, কুতুব-আবদাল যেই হোক না কোনো। তারা এটাও বিশ্বাস করে যে, আমল-আক্বীদা যার

খারাপ যে যত কারামতই প্রদর্শন করুক সেটা তার ওলী হওয়ার পক্ষে দলীল হবে না।

এসব কিছু স্বীকার করে নেওয়ার পরও তারা ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে মানছুরে হাল্লাজের পক্ষে ওকালোতী করে থাকে। এই শ্রেণীর লোকেরা যেহেতু শরীয়তের মূলনীতিসমূহও মানে আবার হাল্লাজের কুফরী কার্যকলাপের পক্ষে কথা বলে তাই এদের কথা-বার্তা দ্বিমুখী ও এলোমেলো হয়ে থাকে। তাদের যুক্তি প্রমাণ নিম্নরূপ-

১. মানছুরে হাল্লাজ এবং অন্যান্য যেসব ওলী-আওলিয়ারা (??) কুফরী কথা-বার্তা বলেছেন বলে প্রমানিত আছে তাদের সম্পর্কে আমরা কোনো খারাপ মন্তব্য করবো না। বরং আমরা তাদের সম্পর্কে সুধারণা করবো। যেহেতু আল্লাহ আমাদের কু-ধারণা করতে নিষেধ করেছেন। [হুজুরাত:১২]

এরপর তারা বারবার ভয় প্রদর্শন করে বলেন, ওদের সম্পর্কে কোনো খারাপ মন্তব্য করার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত যেহেতু হতে পারে তারা আল্লাহর ওলী আর যদি তাই হয়ে থাকেন তবে যে খারাপ মন্তব্য করবে তার তো দুনিয়া আখিরাতে ব্যাপক দুর্যোগের মধ্যে পড়তে হবে। যেহেতু হাদীসে কুদসীতে এসেছে, যে কেউ আল্লাহর কোনো ওলীকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো-আল্লাহর ওলীরাই বা কেনো কুফরী কথা বলবেন আর যে কুফরী কথা বলে সেই বা কিভাবে আল্লাহর ওলী হবে?

রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর শরীয়ত অনুযায়ী তো এটা সম্ভব নয়। যারা মনে করে ওলীরা রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর শরীয়ত মানতে বাধ্য নন তাদের কথা অনুযায়ী বিষয়টি সম্ভব। কিন্তু যেসব আলেমরা এই আক্বীদা স্বীকার করেন যে, ওলী-বুয়র্গ সকলে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর শরীয়ত মানতে বাধ্য তাদের পক্ষে কিভাবে একথা বলা সম্ভব হতে পারে যে, শিরক-কুফরে লিপ্ত একজন ব্যক্তি ওলী হতে পারে এই ভয়ে তার সম্পর্কে কোনো কু-মন্তব্য করা যাবে না!!

একজন আলেম কিভাবে এমন কথা বলতে পারে তা আমার বুঝে আসে না। এদের মনে কি একবারও উদয় হয় না যে, শিরক কুফরে লিপ্ত যে ব্যক্তিকে সে ওলী মনে করে তার সম্পর্কে কু-মন্তব্য করতে নিষেধ করছে সে শয়তানও হতে

পারে। সেক্ষেত্রে শয়তানের পক্ষাবলম্বনের কারণে জাহান্নামে তার সঙ্গ দেওয়া লাগতে পারে। চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট প্রশ্ন হলো নিচের কোন বিষয়টির ভয় পাওয়া বেশি যৌক্তিক।

ক. আল্লাহর দ্বীনের সাথে বিদ্রোহ করে যে ব্যক্তি দ্বীন-ঈমান ও আল্লাহ্ রসুল নিয়ে আবোল তাবোল মন্তব্য করে সে একজন আল্লাহর ওলী বিধায় তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করলে আল্লাহ রাগান্বিত হয়ে শাস্তির ব্যাস্থা করবেন।

খ. এই ধরনের ব্যক্তি স্বাক্ষাত শয়তান। অতএব তার পক্ষাবলম্বন করলে কেয়ামতের দিন জাহান্নামের কঠিন শাস্তিতে পতিত হওয়া লাগবে। অতএব তার সাথে শত্রুতা করতে হবে এবং মানুষকে তার ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে।

সন্দেহ নেই যে, জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্র দ্বিতীয় পথটি অবলম্বন করবেন। আর যাদের ভাগ্যে সঠিক পথের দিশা নেই তারা এখানে বক্রতা অবলম্বন করবে।

“শিরক কুফরে লিপ্ত একজন ব্যক্তি আল্লাহর ওলী হতে পারে এই ভয়ে তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা হতে বিরত থাকতে হবে” এই কথাটি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কু-সংস্কার সমূহের মধ্যে গণ্য যার উপর ভিত্তি করে ন্যাংটা ফকীররা তাদের মুরীদদের ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে থাকে। “যারা ওলী তারা রসুলের শরীয়ত মানতে বাধ্য নয়” এটা মূলত এই কথারই ভিন্ন আরেকটি রূপ যেটাকে জ্ঞানের মোড়কে মোড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

এ ধরনের যুক্তি হাল্লাজপন্থীরা প্রথম পেশ করেছে এমন নয় বরং এ বিষয়ে তাদের উস্তাদ হলো ইব্রাহীম (রাঃ) এর সময়কার মুশরিকরা। ইব্রাহীম (রাঃ) যখন তাদের মূর্তিসমূহের নিন্দা করতে শুরু করলেন তারা তাকে ভয় প্রদর্শন করে বলে, তুমি আমাদের মূর্তিসমূহের নিন্দা করার ব্যাপারে সতর্ক হও কেননা এতে তোমার অমঙ্গল হবে। [বাগাবী ও অন্যান্য] ইব্রাহীম (রাঃ) এধরনের কুসংস্কারকে গুরুত্ব না দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলেন,

{وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُكُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا
فَإَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنعام: ৮১]

তোমরা যাদের আল্লাহর সাথে শরীক করে থাকো আমি কেনো তাদের ভয় করবো? অথচ তোমরা মোটেও ভয় পাওনা যে, (আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে)

কোনো প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর সাথে শরীক করছে। তোমাদের জ্ঞান বুদ্ধি থেকে থাকলে বলতো এই দুটি দলের মধ্যে কে বেশি নিরাপদ? (আর কে ভয় পাওয়ার বেশি যোগ্য)। [সূরা আনয়াম]

ইব্রাহীম (عليه السلام) এর মতো আমরাও বলবো, মানছুরে হাল্লাজ ও তার দোসরদের কুফরী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কথা বললে তোমরা আমাদের ভয় দেখাও যে, যদি সে ওলী হয় তবে আমাদের কিয়ামতের ময়দানে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। তোমাদের কি একটুও ভয় করে না যে, আল্লাহ কাফিরদের পক্ষাবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন [ক্বাসাস:৭৬] আল্লাহর আদেশ অমান্য করে একজন কাফিরের পক্ষাবলম্বনের কারণে কিয়ামতের ময়দানে তোমাদের শাস্তি পেতে হবে? একজন জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে দুটি বিষয়ের মধ্যে কোন বিষয়টি ভয় পাওয়ার বেশি যোগ্য?

অতিব আশ্চর্যের বিষয় যে, কিছু আলেম আল্লাহর বাণী “তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাকো” [হুজুরাত:১২] এই কথাটিকে মানছুরে হাল্লাজ ও অন্যান্য কাফির মুরতাদদের ক্ষেত্রে পেশ করে থাকেন। বারবার সতর্ক করে বলেন, এরা যত বড় কুফরী কথাই বলুক এবং যত নিকৃষ্ট কাজই করুক তাদের সম্পর্কে কু-ধারণা করলে সেটা ‘জন’ (ظن) বা অমুমান বলে গণ্য হবে যেটা এই আয়াতে নিশেধ করা হয়েছে।

আরবী শব্দ ‘জন’ (ظن) অর্থ অমুমান নির্ভর আকীদা-বিশ্বাস যার কোনো প্রমাণ নেই। যে বিষয়ে দলীল প্রমাণ আছে তাকে অমুমাণ বলে না বরং তাকে বলে ‘ইলম’ (علم) বা ‘জ্ঞান’। একে হক্ক (حق) ‘অকাট্য সত্য’ বা ইয়াকীন (يقين) ‘নিশ্চিত বিশ্বাস’ হিসাবেও আখ্যায়িত করা হয়। আয়াতে প্রমাণ ছাড়া কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করে কারো বিষয়ে কোনো ধারণা করতে নিশেধ করা হয়েছে। দলিল প্রমাণের আলোকে নিশ্চিত প্রমাণিত হয়েছে এমন বিষয়ে ধারণা করা কখনই অনুমান বলে গণ্য নয় বরং সেটা হলো নিশ্চিত জ্ঞান যা মেনে নেওয়া আবশ্যিক। অন্য কোনো ধারণার বশবর্তী হয়ে সেটাকে পরিত্যাগ করা যাবেনা। আল্লাহ বলেন,

{وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [النجم: ২৮]

সত্যের বিপরীতে অনুমান কোনো কাজে আসে না [নাজম:২৮]

দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, হাঞ্জাজের কুফরী কথাবার্তসমূহ সহীহ সনদে প্রমাণিত হয়েছে এবং উম্মতের ইজমার মাধ্যমে তাকে কাফির সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব যারা তাকে কাফির মনে করে এবং তার সম্পর্কে কু-ধারণা করে তারা এখানে অনুমান করে না বরং তারা এ বিষয়ে দলিল প্রমাণ অনুযায়ী নিশ্চিত জ্ঞান অনুসরণ করে। অন্য কোনো প্রমাণহীন অনুমানের ভিত্তিতে তা পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়।

বিপরীত দিকে এই ধরনের একজন কাট্টা কাফির ও দাগী আসামীকে যারা কোনোরূপ দলিল-প্রমাণ ছাড়াই কেবলমাত্র অনুমাণ করে নেককার ওলী-আওলিয়া বলে ফতোয়া দিয়ে থাকেন তারাই মূলত অনুমান নির্ভর কথা বলেন। এটা কেবল অনুমান নয় বরং ভিত্তিহীন অলীক ধারণা এবং অযৌক্তিক বিশ্বাস। এই প্রকার প্রমাণহীন অনুমানকে গুরুত্ব দিয়ে তারা প্রমানিত সত্যকে পরিত্যাগ করেছে। অথচ আল্লাহ অনুমান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, “সত্যের বিপরীতে অনুমান কোনো কাজে আসে না।” আসলে তারাই এই সকল আয়াতের অবাধ্য হয়েছে।

যারা এই প্রকৃতির অনুমানকে গুরুত্ব দিয়ে হাঞ্জাজের পক্ষাবলম্বন করে তারা দ্বিমুখিতার শিকার। হাঞ্জাজ এবং তার দোসররা ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে তারা এই সব আজগুबी তর্ক-বিতর্ক কেনো করে না? মীর্য়া গোলাম আহম্মেদ কাদিয়ানীর পক্ষেও তো এমন যুক্তি উপস্থাপন করা যায়। এমন তো বলা সম্ভব যে, সে নবী দাবী করেছিল একারণে তার সম্পর্কে কু-ধারণা করা যাবে না কারণ হতে পারে তিনি আল্লাহর ওলী (তাই তার জন্য এসব মাফ)। তার সম্পর্কে কু-ধারণা করলে দুনিয়া-আখিরাত বিনষ্ট হবে। কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত নাস্তিক মুরতাদ আগমন করবে তাদের সবার ক্ষেত্রে এই যুক্তি প্রযোজ্য। কে জানে কার ভিতরে কি ভেদ আছে! তসলিমা নাছরিন, যে কিনা ইসলাম ও আল্লাহ-রসুল নিয়ে খারাপ মন্তব্য করেছে এবং নিজেকে যত্র-তত্র বিক্রি করেছে তার ভিতরের খবরই বা কোন বুয়ুর্গ রাখেন? সে যে গোপনে গোপনে সমস্ত মাকাম পার হয়ে লা-মাকামে পৌছে যায় নি তা কে বলতে পারে? এমনও তো হতে পারে যে, সে রাবেয়া বহরীর সমপর্যায়ের একজন বুয়ুর্গীনী। কিয়ামতের আগ মুহূর্তে যে দাজ্জাল আগমন করবে তার ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা কয়েকগুণ বেশি। যেহেতু তার মাধ্যমে বহু সংখ্যক

কারামতী প্রকাশিত হবে সুতরাং হাঞ্জাজপন্থীদের উচিত এখন থেকেই দাজ্জালের হাতে বায়াত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। এমন সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে তাদের দো'জহানে প্রভূত অকল্যাণ সাধিত হতে পারে।

পাঠক চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন অনুমান নির্ভর যুক্তি-প্রমাণের কু-প্রভাব কতটা মারাত্মক হতে পারে! মূলত একারণেই আল্লাহ আমাদের অনুমানের উপর নির্ভর করে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন, আমীন।

২. তাসাউফ পন্থী আলেম শ্রেণী হাঞ্জাজের পক্ষে দ্বিতীয় যে যুক্তিটি উপস্থাপন করে তা হলো,

আসলে হাঞ্জাজের যেসব কথাকে শিরক-কুফর হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় সেগুলো সে আদৌ বলেছে কিনা কে জানে? আর যদি বলেও থাকে তবে তার মাধ্যমে ভিন্ন অর্থ উদ্দেশ্য। যারা হাঞ্জাজের সমালোচনা করে তারা সে অর্থ অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। ফিরআউন নিজেকে খোদা দাবী করেছে, হাঞ্জাজও করেছে কিন্তু উভয়ের দাবীর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ফিরআউন যে অর্থ উদ্দেশ্য করেছে হাঞ্জাজ তা করেনি। তাদের এই যুক্তিটিও সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। কারন,

ক. আমরা পূর্বে দেখেছি বহু সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম ইজমার মাধ্যমে হাঞ্জাজকে কাফির আখ্যায়িত করে হত্যা করেছেন। ইবনে কাছীর কয়েকবার হাঞ্জাজের ব্যাপারে আলেমদের ঐক্যমত বর্ণনা করেছেন। আমার প্রশ্ন হলো, যদি হাঞ্জাজ এসব কথা নাই বলে থাকবে তবে সমস্ত ওলামায়ে কিরাম একমত হয়ে কি একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলো? আর যদি বলা হয় হাঞ্জাজের কথার সঠিক অর্থ কি সেটা তারা বুঝতে সক্ষম হন নি তবে তো বিষয়টি আরো মারাত্মক অপবাদ। হাঞ্জাজের যুগের ওলামায়ে কিরাম, যারা জ্ঞানের ব্যাপারে দুনিয়াব্যাপী বিখ্যাত ছিলেন ^(৪১) তাছাড়া তারা হাঞ্জাজের কথা নিজ কর্ণে শ্রবণ করেছেন এবং তার সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছেন তার কোন কথার ব্যাখ্যা কি সেটা স্বয়ং তার মুখ থেকে শুনেছেন তারা হাঞ্জাজের কথার সঠিক অর্থ

(৪১) ইবনে কাছীর বলেছেন (وعلماء بغداد إذ ذاك هم الدنيا) তখন বাগদাদের আলেমরা সারা দুনিয়া বলে গণ্য হতেন।

অনুধবনে সক্ষম হলেন না বিধায় ভুল বুঝে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। আর যারা শতাধিক বছর পরে আগমণ করেছে হাঞ্জাজ কি বলেছে তাও সঠিক ভাবে জানেন না আদৌ কিছু বলেছে কিনা তাও জানে না ^(৪২) তারা হাঞ্জাজের কথার সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। এবং তাকে টেনে-হেঁচড়ে ওলী-আওলিয়াদের কাতারে शामिल করেছে। এসব কাহিনী ইলমী কিতাবপত্রের পরিবর্তে কৌতুকের বইয়ে লিপিবদ্ধ করলেই বরং যথাযোগ্য বিবেচ্য হবে।

তাছাড়া ওলামায়ে কিরামের নিকট স্বেচ্ছায় কুফরী কথা মুখে বলাটাই কুফরী হিসাবে গণ্য। তার ভিতরে কি আকীদা আছে সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। যেহেতু কুফরী কথা মুখে বলা অর্থ শরীয়তকে অবজ্ঞা করা আর শরীয়তকে অবজ্ঞা করা কুফরী।

হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন কিতাবে এসেছে,

كُنْ الرَّدَّةَ إِجْرَاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللَّيْسَانِ

একজন ব্যক্তি মুরতাদ (কাফির) হওয়ার জন্য শর্ত হলো মুখে কুফরী কথা উচ্চারণ করা। [বাহরুর রায়েক, ফতোয়ায়ে আলমগীরী ইত্যাদি।]

এখানে কেবল মুখে উচ্চারণ করাকেই কুফরী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যে কুফরী কথা উচ্চারণ করেছে তার অন্তরের আকীদা বিবেচ্য বিষয় নয়। কেননা কার অন্তরে কি আছে সেটা জানাও সম্ভব নয়। যদি তাকে প্রশ্ন করা হয় তোমার অন্তরে কি কুফরী আকীদা আছে? আর সে স্বীকৃতি দেয় তবু এটা প্রমাণিত হয় না যে, আসলেই তার অন্তরে কুফরী আকীদা আছে যেহেতু সে যে স্বীকার করলো এটিও তো মিথ্যা হতে পারে। সুতরাং অন্তরের আকীদা ও উদ্দেশ্য বিবেচনা করলে কাউকেই কাফির বলা সম্ভব নয় তাই ওলামায়ে কিরাম কুফরী কথা মুখে উচ্চারণ করাকেই কুফরী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন তার অন্তরের আকীদা বা উদ্দেশ্য যাই হোক না কেনো।

বিভিন্ন ফিকাহ্ গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

(৪২) যেহেতু তারা নিজেরাই বলছেন হাঞ্জাজ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তা আসলে তার কথা কিনা সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই।

الْهَازِلُ ، أَوْ الْمُسْتَهْزِئُ إِذَا تَكَلَّمَ بِكُفْرٍ اسْتِخْفَافًا وَاسْتِهْزَاءً وَمَزَاحًا يَكُونُ كُفْرًا عِنْدَ الْكُلِّ ، وَإِنْ كَانَ اعْتِقَادُهُ خِلَافَ ذَلِكَ

যদি কেউ তামাশার ছলে কুফরী কথা মুখ দিয়ে বের করে তবে সকলের মতেই সে কাফির হবে যদিও তার আকীদা ঠিক থাকে। [ফাতওয়ায়ে আলমগীরী]

من هزل بلفظ كفر ارتد وإن لم يعتقد

যে কেউ কুফরী কথা তামাশার ছলে মুখ দিয়ে বের করে সে মুরতাদ হয়ে যায় যদিও সে উক্ত কথা বিশ্বাস না করে। [আদ- দুররুল মুখতার]

মুল্লা আলী কারী ফিকহে আকবারের শরাহতে বলেন,

ولو تلفظ بالكفر طائعا غير معتقد له يكفر

যদি কেউ সেচ্ছায় কুফরী কথা মুখ দ্বারা বের করে তবে সে কাফির হয়ে যায় যদিও সে তা বিশ্বাস না করে [শারহে ফিকহে আকবার]

হাল্লাজপন্থী ওলামায়ে কিরাম এসকল ফতোয়া সম্পর্কে জানেন না তা নয়। শুধুমাত্র হাল্লাজ ও তার সমপর্যায়ের ওলী-আওলীয়া (??) ছাড়া অন্য যে কারো ব্যাপারে তারা এসব ফতোয়া ঠিকই প্রয়োগ করে থাকেন। যদি এখন কেউ হাল্লাজের মতো খোদায়ী দাবী করে আর বলে আমি আসলে আল্লাহর প্রেমে পাগল হয়ে এমনটি করছি তবে কি এনারা তাকে ছেড়ে দেবেন? তার পিছনে আদাজল খেয়ে লেগে যাবেন। আর সারাটা জীবন ফতোয়াবাজী করে যাবেন। হ্যা, যদি নিজেদের সিলসিলার পীর হয় তবে কোনোরূপ বাছ-বিচার ছাড়াই তার পক্ষে ওকালোতী শুরু হয়ে যাবে। মোট কথা আল্লাহর শরীয়ত সারা দুনিয়ার মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কেবল হাল্লাজ এবং তার অনুসারী তরীকাপন্থী পীর-বুযুর্গরা এ থেকে মুক্ত। এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাসের উপর শত-কোটি বার অভিসাপ।

গ. কেউ কেউ হাল্লাজ ও তার দোসোরদের পক্ষে ওকালোতী করে বলে, এসব কুফরী কালাম এনারা উচ্চারণ করেছেন বেহুশ অবস্থায়। আল্লাহর প্রেমে মত্ত হয়ে হুশ হারিয়ে তারা এসব কথা বলেছেন। যেভাবে একজন প্রেমিক তার প্রেমিকার প্রেমে উন্মাদ হয়ে বলে, “তুমিই আসলে আমি আর আমিই হলাম তুমি”

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্ (ﷻ) এই সব লোকদের এমন কিছু রহস্যময় নিদর্শন দেখিয়েছেন যে কারণে তারা ধৈর্য্য অবলম্বন করতে না পেরে যাচ্ছেতাই বলে

বেড়িয়েছেন।

এই সকল যুক্তি বুদ্ধি সম্মতও নয় দলিল সম্মতও নয়। বুদ্ধি সম্মত নয়, কারণ এটা সম্ভব নয় যে, একজন ব্যক্তি অন্য এক জনের ভালবাসায় মত্ত হয়ে তার সম্পর্কে আজো বাজে মন্তব্য শুরু করে দেবে। ধরুন প্রেমিক প্রেমিকার ভালবাসায় এতটাই অনুরক্ত হয়ে গেল যে, শেষে বিশী ভাষায় তাকে গালি-গালাজ করা শুরু করলো। এটা কি ভাবা যায়? এধরনের ঘটনা সম্ভবত পাগলা গারদেও ঘটে না।

বিষয়টি দলিল সম্মত নয় কারণ, কুরআন হাদীসে বহু নবী-রাসুল ও নেককার ব্যক্তির বর্ণনা এসেছে। সন্দেহ নেই যে, তারা সবাই আল্লাহর প্রিয়ভাজন ছিলেন কিন্তু তাদের কেউ আল্লাহর ভালবাসায় মত্ত হয়ে সত্য-মিথ্যা শিরক-কুফরী যা তা বলতে শুরু করেছেন এমন কাহিনী কোথাও উল্লেখ নেই।

এ ধরনের উদ্ভট কাহিনী কেবল কিছু সুফীদের মধ্যে পাওয়া গেছে যাদের ওলামায়ে কিরাম কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছেন।

তাছাড়া আল্লাহর ভালবাসায় বা ভয়ে অথবা অন্য কোনো কারণে বেহুশ হওয়ার বিষয়টি যদি মেনেও নেওয়া হয় তবু হাল্লাজ বা তার সহমতের সুফী-দরবেশদের ক্ষেত্রে এটা জ্ঞান সম্মত কোনো ওয়র হবে না। কারণ,

ক. মানুষ অতিরিক্ত ভয়-ভীতি বা অধিক আনন্দিত হওয়ার ফলে হঠাৎ দু'একটি বেফাস কথা হয়তো উচ্চারণ করে ফেলতে পারে। যেমনটি সহীহ্ বুখারীতে উদাহরণ হিসাবে একজন ব্যক্তির কাহিনী প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আছে যে, হারানো উট ফেরত পেয়ে এতটা খুশি হয়ে গেলো যে, বেখায়ালে বলে ফেলল, হে আল্লাহ্ তুমি আমার বান্দা আমি তোমার রব। কোনো বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কদাচিৎ এমনটি হতে পারে। কিন্তু একজন ব্যক্তি দিন-রাত, সকল-বিকাল, সদা-সর্বদা কুফরী কালাম আওড়িয়ে যাবে আর দাবী করবে আমি বেহুশ অবস্থায় এসব করে থাকি সেটা কিভাবে মেনে নেওয়া যায়!! মনছুরে হাল্লাজ বহুবার বিভিন্ন রকমের কুফরী কথা বলেছে বলে প্রমাণিত আছে। তাছাড়া সে বিভিন্ন মুরীদানের নিকট চিঠি-পত্র লিখেছে এবং কিছু বই-পুস্তক লিখেছে যেখানে এসব কুফরী কথা লিপিবদ্ধ করেছে। একজন ব্যক্তি বেহুশ অবস্থায় বন্ধুর নিকট চিঠি লিখেছে বা একটি বই লিখেছে বিষয়টি সত্যিই চমকপ্রদ। এধরনের একটি চিঠি বা বই জাদুঘরে রাখা উচিত। যাতে সারা বিশ্বের মানুষ হুশ হারা অজ্ঞান ব্যক্তির জ্ঞানগর্ভ

লেখনী থেকে উপকৃত হতে পারে।

ভুলক্রমে যে কাউকে হত্যা করে তার ব্যাপারে কিসাস ^(৪৩) হয় না বরং তাকে দিয়াত (রক্তমূল্য) আদায় করতে হয় এটাই শরীয়তের বিধান। কিন্তু পেশাদার খুনির ক্ষেত্রে কি এই যুক্তি খাটবে? সারাটা জীবন ধরে যে মানুষ খুন করে বেড়িয়েছে তার ব্যাপারে কি পাগলেও এই ধারণা করতে পারে যে, সে হয়তো ভুলক্রমে এসব হত্যাযোগ্য চালিয়েছে? স্বয়ং তাসাউফ পন্থীরাও কি এটা মেনে নেবেন।

খ. যে ব্যক্তি হুশহারা হয়ে বেফাস কোনো কথা বলে ফেলে হুশ ফিরে আসার পর যখন তাকে সে কথা শোনানো হবে তখন তার উচিত তৎক্ষণাৎ তওবা ইস্তিগফার করা এবং পূর্বের কথাগুলোর ভ্রান্তি ও অসারতা স্বীকার করা। হাল্লাজ কি সেটা করেছে? সে কি তার মুখ থেকে বের হওয়া কোনো কুফরী কথা প্রসঙ্গে একথা বলেছে যে, আমি অমুক কথাটি বেহুশ অবস্থায় বলেছিলাম এখন আল্লাহর নিকট তওবা করছি ও ক্ষমা চাচ্ছি? এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না। এমন কিছু ঘটলে ওলামায়ে কিরাম তাকে হত্যা করতেন না যেহেতু কুফরী কথা উচ্চারণের পর যে তওবা করে তাকে হত্যা করার বিধান নেই। কিন্তু হাল্লাজ তওবা করেনি। বরং এমন প্রমাণ রয়েছে যে, হাল্লাজকে তার কুফরী কথা সম্পর্কে পরবর্তীতে জিজ্ঞাসা করা হলে সে এটার সত্যায়ন করেছে এবং ভুল স্বীকার করেনি। সে এটাও বলেনি যে, আমি এটা বেহুশ অবস্থায় বলেছি। ^(৪৪) সুতরাং যে বেহুশ নয় তাকে জোর করে বেহুশ বানানোর প্রচেষ্টা ফলদায়ক হবে না।

গ. একজন ব্যক্তি সত্ত্বানে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় কুফরী কথা মুখে উচ্চারণ করছে বা কাগজে লিপিবদ্ধ করছে এরপরও যদি তাকে বাঁচানোর জন্য জোর করে তাকে বেহুশ প্রমাণ করা হয় তবে একই প্রশ্ন আবার সৃষ্টি হয় যে,

^(৪৩) কিসাস অর্থ হত্যার বদলে হত্যা।

^(৪৪) ইবনে কাছির বর্ণনা করেছেন হাল্লাজের এক অনুসারীর নিকট তার একটি পত্র পাওয়া গেল যেখানে সে লিখেছে “আর রহমান ও আর-রাহীমের পক্ষ থেকে অমুকের নিকট চিঠি ... “তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সে স্বীকার করে যে এটা তার লেখা এবং কথাটির ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে। এ ঘটনা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

হাল্লাজ ও অন্যান্য সুফী-দরবেশ ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রে একই যুক্তি কেনো পেশ করা হয় না? সাধারণ মুসলিমরা কুফরী কথা বা কাজে লিপ্ত হলে বেহুশ হওয়ার যুক্তি দেখিয়ে তাদের কেনো ছাড় দেওয়া হয় না। সাধারণ মানুষের শরীয়ত আর সুফীদের শরীয়ত কি আলাদা?

উপরে আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি হাল্লাজপন্থীরা এসব যুক্তি-প্রমাণই পেশ করে থাকে। সামান্য চিন্তা করলেই পাঠকের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, শরীয়তের মানদণ্ডে বিচার করলে এসব যুক্তি প্রমাণের সামান্যও গ্রহণযোগ্যতা নেই। সুতরাং শরীয়তের মূলনীতিকে স্বীকার করে নিয়ে হাল্লাজ ও তার দোসোরদের পক্ষাবলম্বন করা সম্ভব নয়। তবে যদি শরীয়তকে অগ্রা্য করা হয় এবং “ওলী-আওলিয়ারা রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর শরীয়ত মানতে বাধ্য নয় বিধায় শরীয়ত দিয়ে তাদের বিচার করা যাবে না” এমন মতবাদ মেনে নেওয়া হয় তাহলে ভিন্ন কথা। যারা হাল্লাজের পক্ষাবলম্বন করেন তাদের উচিৎ রাগ-ঢাক না করে দলে দলে বে-শরা^(৪৫) পীর ফকীরদের কাতারে শামিল হওয়া।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলের ঈমান আমলকে হেফাজত করুন। [আমীন]

সমাপ্ত

(৪৫) যারা শরীয়ত মানে না।

লেখকের অন্যান্য বই

* গ্রন্থাবলী:

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাক্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
১২. আত-তাবস্বিন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্
১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত (প্রফেসর শামসুর রহমান লিখিত 'হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!' বইয়ের জবাব)

* রিসালাহ্ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ):

১৭. ছোটদের আক্বাইদ
১৮. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল
১৯. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
২০. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)
২১. সংশয় নিরসন

* ইসলামী উপন্যাস ও কবিতা:

২২. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন)
২৩. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)
২৪. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)
২৫. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)
২৬. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
২৭. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
২৮. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
২৯. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)
৩০. বায়াত (কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???)
৩১. কল্পনায় জান্নাত (কবিতা গ্রন্থ)

* ভাষা শিক্ষা:

৩২. তাইসীরুল ক্বওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)
৩৩. আরাবিয়াতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)

প্রকাশের অপেক্ষায়

১. শান্তি ও সন্তাস (গবেষণা গ্রন্থ)
২. ইনসাফ (গবেষণা গ্রন্থ)